নদিয়া-বিলাস

গৌর গোপাল, জ্ঞানলীলা ও সন্ন্যাস

(পদাবলী কীর্ত্তন)

কবিরাজ

শ্রীতারকেশ্বর সেন শাস্ত্রী কর্ত্তৃক

প্রণীত।

[নব সংস্করণ]

শ্রীপাট লাউপালা শ্রীগোপাল মন্দির হইতে

বৈষ্ণবকুলতিলক

শ্রীমৎ উপেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

ও

বাগেরহাট পল্লীচিত্র প্রেস হইতে

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩৪০

মূল্য ।।০ আট আনা।

উৎসর্গপত্র

ভাই শরৎ ! পাঠ্যজীবনে কত মিশিয়াছ। কত কথা তোমাকে বলিয়াছি। আজ তুমি পরিণত বয়স্ক যুবক। কলেজের শিক্ষকতায় দেশ সুনাম করিয়াছ ও করিতেছ। এখন তোমার নিকট হইতে অনেক কিছু শিখিয়া লইবার অধিকার পাইয়াছি। তুমি নিজে একজন সৎসঙ্গী, তোমার সঙ্গ সত্যসত্যই সৎসঙ্গ। এই ১৫ বৎসর যাবৎ তোমার নির্ম্মল চরিত্র মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম। ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায়ও যথেষ্ট আনন্দ পাই কিন্তু দুঃখের বিষয় দিতে কিছুই পারি না। তোমার অকৃত্রিম ভক্তি-ভালবাসার বিনিময় আমার নাই। এ অযোগ্য দান প্রতিদান নয় ; ঐকান্তিক স্নেহাশিষের সাক্ষ্য। আশা করি— সাদরে গ্রহণ করিয়া আমাকে স্মরণের পথে রক্ষা করিবা। ইতি

সন ১৩৪০ }
রাধাষ্টমী। }

তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীতারকেশ্বর ঝাঁ

মুখবন্ধ

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং।
প্রেমাব্ধিং সচ্চিদানন্দং সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয়ং ভজে॥

আমার "যমুনা-বিলাস" গ্রন্থ প্রকাশিতের পর ভক্তচূড়ামণি শ্রীমন্মতিলাল ভৌমিক বি-এ এবং "কণিকা"র গ্রন্থকার বৈষ্ণবশাস্ত্রবিদ্ বাগেরহাটের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু বি-এল্ মহোদয়দ্বয়ের আদেশানুসারে এই "নদিয়া-বিলাস" অঙ্কনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হই। যাঁহার লীলা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মানুগ্রহে যতটুকু সম্ভব হইয়াছে তাহা এই প্রকাশ করিলাম। অতীতের সংস্কার বর্ত্তমানের অভাব পূরণ ও ভবিষ্যতের উৎকর্ষ সাধনার্থেই শ্রীভগবানের অবতার গ্রহণ। তাঁহার করুণা-কণা ব্যতিরেকে মানুষ কতটুকু উপলব্ধি করিতে পারে? আবার কয়জনইবা স্বীয় সাধনবলে সেই কৃপার পাত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার যশোগুণগানে আত্মাকে এবং অন্যকে ধন্য করিতে সমর্থ হয়? যদি কেহ বলেন—'নিজের নির্ম্মল জ্ঞানের প্রদীপে, ভক্তির তৈলে, প্রেমের পলিতায় গুরুকৃপাগ্নি সংযোজিত করিয়া সেই আলোর সাহায্যে যাহা সত্য তিনি তাহাই দর্শন করিয়া থাকেন। সে সাধনশক্তি না থাকিলেও যাহা আছে তাহাও তাঁহার অযাচিত অনুকম্পা বলিতে হইবে। যেহেতু তাঁহার বিনানুমতিতে একটী ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতম জীর্ণপত্র কিম্বা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মতম একটী বারিবিন্দুও ভূমিস্থ হইতে পারে না তবে এ অনুগ্রহে নিজের ভ্রম মিশ্রিত হইতে পারে আর সে অর্থাৎ সাধনলভ্য অনুগ্রহকে তাহা স্পর্শ করিতেও পারে না। বরং যাহা প্রকাশিত হয়—নিজের সাধারণ জ্ঞানের অগোচরেও তাহা সত্যে পরিণত হইয়া যায়। অতএব সাধু-গুরু বা ভক্ত-বৈষ্ণবের স্থানে যাহা অসত্য বা অসামঞ্জস্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে তাহা, আমারই ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টির দোষ জানিবেন এবং তাহার জন্য আমাকে স্বগুণে তাঁহাদিগের শ্রীচরণের ক্ষমা দান করিবেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণসমর্পণমস্তু

বৈষ্ণবপদরজঃপ্রার্থী
গ্রন্থকার।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥

যশোহরের অন্তর্গত বলিয়ানপুর নিবাসী বৈষ্ণবহিতৈষী শ্রীল মতিলাল মুখোপাধ্যায় কাব্যরত্ন মহাশয় ইঁহা প্রকাশের প্রথম উদ্যোক্তা। এই "নদিয়া-বিলাস" কীর্ত্তনকালে আমি তাঁহার প্রেমানুরাগের পরিচয় পাইয়াছি। যাহা হউক্—ইনি আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ একটী সুবর্ণ-পদক আমাকে দান করিয়াছেন। সঙ্গীতজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীযুক্ত বংশধর সেন কবিরাজ মহাশয় ও লাউপালা শ্রীগোপাল চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক সুযোগ্য শাস্ত্রব্যাখাতা শ্রীমৎ গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় কাব্যতীর্থ ভাগবতরত্ন-মহামহোদয় ইঁহার প্রত্যেক পদাঙ্কনটী বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া অশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ প্রকাশক প্রভৃতি পূর্ব্বোল্লিখিত মনীষীগণ সর্ব্বতোভাবেই ইঁহার সংসৃষ্ট বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

১২।৫।৪০ বিনয়াবনত তারকেশ্বর।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

কীর্ত্তনের পদযোজনা, প্রকারভেদ, অধিকারী ও নিয়মাদি সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি, শুনিয়াছি এবং দেখিয়াছি—তৎসমস্তই "যমুনা-বিলাস" গ্রন্থে যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। কীর্ত্তনের বক্তৃতা, কথকতা, পদাবলী. ঝুমুরাদি যমুনার সঙ্কেতে বা প্রণালীতে সন্নিবেশিত করা হইল সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম ইতি।

নদিয়া-বিলাস।

(পদাবলী কীর্ত্তন)

—:(*):—

বন্দনং

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনা-
থান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

(বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ কৃপাময়ৌ।
সর্ব্বাবতার সং ভক্তৌ, সর্ব্বভক্তজনাশ্রয়ৌ)॥

বন্দে পরমানন্দে শ্রীনন্দনন্দনে।
আনন্দ-সন্ধ হে গোবিন্দ বন্দে শ্রীচরণে॥

আমি বন্দনা করি, শ্রীপাদপদ্ম অভয়তরি—, ভবনদী দিতে পাড়ি ঐ পদতরি—। হরি পার করে দাও ভববারি, দিয়ে ঐ পদতরি—। তুমিতো পারের কাণ্ডারী, আমি অধম দীন ভিখারী—)।

ভবসিন্ধু মাঝে মোরে দিয়াছ ডুব দিতে।
নিজে অধিকার নিয়াছ ডুবা উদ্ধারিতে॥

(আমার ভয় কি আছে, তুমি যখন আছ হরি তখন—। তুমি হে দয়াল বড়, জীবকে যেঁচে উদ্ধার কর—। আমায় যদি বিমুখ হবে, তোমার নামেতে কলঙ্ক রবে—)।

অবতরণিকা

হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল।
হরিবোল বোলরে ব্রজের খেলা
ব্রজের খেলা দৌড়াদৌড়ি নদের খেলা গড়াগড়ি॥
হরিবোল বোলরে নদের খেলা
নদের খেলা হরির গান ব্রজের খেলা বাঁশীর তান।
হরিবোল বোলরে ব্রজের খেলা
ব্রজের খেলা ধড়া চূড়া নদের খেলা কৌপিন পরা॥

(ধড়া নাই চূড়া নাই, মহাপ্রভুর অবতারে—। বদনে বাঁশরী নাই, মুখে বলে তাই রাই রাই—। চরণে নূপুর নাই, খোল করতাল তাই—। রাধারাণীর ঋণের দায়ে, সব সঁপেছে তাঁরই পায়ে—। ঋণের কি এতই যাতনা, এ যাতনার নাই তুলনা—। শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ হলেন, রাধারূপে ধারা বইলেন—। ধারার ধার আর সেই ধারে, প্রেমের ধারা যে প্রাণে ধরে—)।

গৌর-গোপাল।

[১ম প্রবাহ]

এবার সবই বিপরীত। তাই 'রাধা''র বিপরীত ধারা অর্থাৎ রাধা রাধা বলে নয়নে যে ধারা প্রবাহিত হত, এবার সেই ধারা রাধা হয়ে সঙ্গের সাথী হলেন। কৃষ্ণ কথিত কাঞ্চন হলেন কেন?

ভাস পাহাড়িয়া। ১

রাধা ভাবে মজেছে মন তাইতে গোরা গৌরবরণ,
অবতীরণ হ'লেন নদিয়ায় গো।
নিমাই নিম তরুতলে কতই ভান বিনাইলে,
বিমোহিলে নামের মহিমায় গো॥

(ওমা ওমা ওমা কান্দে না, চোক মেলে স্তন পান করে না—।
নিশ্বাসে বিশ্বাস আসে না, প্রশ্বাসে আশ্বাস ভাসে না—)।

পুরাঙ্গণাগণের হরিষে বিষাদ! কেহ বল্‌ছেন শচী ঠাকরোণের ভাগ্যে এও ছিল। কেহ বল্‌ছেন ওমা! ভূমে পড়ে, ওমা ওমা কান্দে; মায়ের মুখ চায় মাই খায়! কেহ বল্‌ছেন হায় হায়! কি হল কি হল! এদিকে চন্দ্রোদয় গ্রহণোপলক্ষে নগরকীর্ত্তন হচ্ছিল। ঐ কীর্ত্তনধ্বনি যতই নিকটবর্ত্তী বা শ্রুতিগোচর হতে লাগ্‌লো ততই—

(নামে যেন নিমাই নেচে ওঠে, মৃদুমন্দ নাম মুখে ফোটে—।
মুচ্‌কি মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে, পুরবাসী আনন্দে ভাসে—)।

কিন্তু নিমাই স্তন পান করেন না। অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর স্মরণ নিয়ে জান্‌লেন—শচীরাণী অদীক্ষিতা। তাই তিনি চতুরাক্ষর বীজমন্ত্র মায়ের কর্ণে দান কর্‌লেন। অমনি নিমাই কেঁদে ফেল্‌লেন—

(ওমা ওমা ওমা ওমা, বলে যেন মা স্তন দাও না—)।

এই জন্মলীলার দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিলেন যে, অদীক্ষিতের দান গ্রহণ কর্‌তে নাই। ২য়তঃ আবশ্যক হলে দীক্ষা দানের পাত্রাপাত্র ও গ্রহণের কালাকাল কিম্বা শৌচাশৌচ কিছুই বিচার কর্‌বে না। যাহোক্‌—রাধাভাবে মনটী মজ্‌লো কেন? শ্রীবৃন্দাবনবিহারী হরি একদিন নববৃন্দাবনে—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মমগরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥

[ললিতমাধব]

নীলকান্ত মণি পরে আপন বিভূতি হেরে,
বিস্ময় মানিল মন মাঝে গো।
ধন্য ধনি বলিহারি তব কান্তি-ভাব ধরি,
নিজেকে চিনিয়া ল'ব নিজে গো॥

(আনন্দ আর ধরে নারে, তাই আনন্দ সংচিতের পরে—)।

গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলিত অবস্থা যেমন ত্রিবেণী সেইরূপ নিত্যতা, স্বপ্রকাশতা সুখস্বরূপতা এই ত্রিধর্ম্মের সমষ্টি লইয়াই শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। ত্রিধারা সমন্বিত হলেও আজ—

(প্রেমদাতা বাই জগদ্‌গুরু, জ্ঞান ভকতির কল্পতরু—)।

বাল্যলীলা খেলার ছলে বলাই দাদা নিতাই হ'লে,
সাঙ্গপাঙ্গ সখাসখীগণ গো।

মাটী খাঁটী করবার ছলে মাটী খেয়ে মাটী বলে,
দেখাইলে চতুর্দ্দশ ভুবন গো॥

(বাধায় বাঁধা নন্দসুত, সে বাধাতো বাধাযুত—। এবার নন্দের বাধা পাবে কোথায়, পিতার পাদুকা তাই নিতো মাথায়—)।

নিমাই যখন কাঁদতেন তখন "হরিবোল" বললেই চুপ করতেন। নিমাই এখন হাটতে ও কথা বলতে শিখেছেন। "হরিবোল" বললেই—

(বোল হরিবোল বলে নাচে, নামের সাথে আপনি নিজে—। নিমাই আমার নামের মাঝে, তাধিন্ তাধিন্ তাধিন্ নাচে। নামের মাঝে প্রেমের দোলে, নিমাই আমার দুল্ দুল্ দোলে—)।

আজ নিমাই নৃত্য করতে করতে চণ্ডীঘরের দরজায় গমন করেছেন। দু'একটী সহচর যাঁরা আসলেন তাঁরাও—

(সবে মিলে নাচে কুতূহলে, প্রেমানন্দে বাহুতুলে—। পরস্পরে করে কোলাকুলি, বোল হরিবোল হরি বলি—)।

জনৈক পথিক ব্রাহ্মণ ঐ দৃশ্য দর্শন করে—

(অমনি নেচে উঠেছেবে, প্রাণে ধৈর্য্য মানে নারে—। তাধিন্ তাধিন্ তাধিন্ নাচে, যেন চাঁদের আলোয় চকোর নাচে—)।

নিমাই যারপরনাই দোর্দ্দণ্ড ছিলেন। চোকের আড়াল হলেই শচীমাই অস্বস্তি বোধ করতেন। তাই খিড়কীর জানেলা দিয়ে দেখছেন। আজ তাঁরও—

(মন প্রাণ যেন কেমন করে, নিমায়ের নৃত্য হেরে—। আরতো মাই রইতে নারে, প্রাণের মাঝে আপনি বাজে—)।

প্রাণের ভাবোচ্ছ্বাস জোরপূর্ব্বকঃ দমন করতে যেয়ে শচীমাই নৃত্যস্থানে এসে বলছেন—ব্রাহ্মণ, আপনি প্রাচীন হয়ে ছেলেদের সাথে পাগলামী করছেন কে আপনি ? তখন একটা ডেঁপো ছেলে বললো—

ওগো, উনি তোমাদের অতিথ। নিমাই আত্মসংবরণ কর্‌তে না পেরে বল্‌ছেন—

(অতীততো আসে না, ভবিষ্যৎ আসে শুধু—। বরং অতীত হয় হে, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ—। ফিরেতো আসে না হায়, যে আসে সে চলে যায়—)।

যদি আসে তবে তার ভূত হতে হয়। ছেলেরা সমস্বরে বলে উঠ্‌লো, ওরে পালা পালা পালা! ভূত এসেছে ভূত এসেছে! ব্রাহ্মণ একদম হতভম্ব। নিমাই তখন বল্‌ছেন— ভূতে ভয় কি? ভূতে ধরে এইতো! তা—

(ধরেইতো রেখেছে, পঞ্চভূত জীবদেহে—। আবার জীবেওতো ধরেছে, ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমে—। জীবে ধরে জীবকে ধরে, দুই এ ধরাধরি করে—)।

শচীমাই নিমায়ের কথায় কর্ণপাৎ না করে বল্‌লেন—

ঠুংরী। ২

শুন ওহে দ্বিজবর কহি তোমা ঠাই।
নিমাই পাগল আমার আমি তা'র মাই॥
কি করিতে কি যে করে না পাইয়ে উলো।
কি বলিতে কি যে বলে যেন হয় ভুলো॥

(ওর তিথি বীথি নাইগো, কি করে কি বলে—। ক্ষম অপরাধ, নিমাই পাগল বলে—)।

নিমাই শিশু হলেও পরিণত বয়স্ক বালকের ন্যায় শোভা পাচ্ছেন। তাঁর সৌন্দর্য্যে ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে বিস্ময়াপন্ন হয়ে ব্রাহ্মণ বল্‌ছেন আমারও—

(তিথি নাই বীথি নাই, অতিথি অবীথি আমি—)।

ভ্রান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত আমি শুন শচী মাই।
কাশিতে কাশিতে প্রাণ করে আই ডাই॥

(তোমারে জানাই। বয়স তো কম নাই। প্রাণ করে আই ডাই। এই আছি এই নাই। তাতে তিথি বীথি নাই, কাশিতে কখন যাই—)। পদকর্ত্তা বল্‌ছেন—

(কাশীতেও মরণ ভাল, স্থান মাহাত্ম্য যদি বল—। কাশিতেও মরণ ভাল, হাসিতে হাসিতে হাসীতে যদি বল্‌তে পার—)।

লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পতিত হয়ে বলেছিলেন—আমার মৃত্যুও সুখকর হবে যদি সীতারাম আমার স্মরণপথের অতীত না হন।

(রামনামের অপার মহিমা, যাঁর স্মরণে যায় যমযাতনা—)। নিমাই বল্‌ছেন— (কাশিতেও মরণ ভাল, কাশিতে কাশিতে যদি কৃষ্ণ বল—)।

ব্রাহ্মণ বল্‌লেন—তা'হলে অকাল মৃত্যুটাতো ঠিক্ নয় নিমাই? নিমাই উত্তর দিলেন—

(মরণের নাই কালাকাল, যার যখন উদয় মহাকাল—, সকাল অকাল সকলই কাল—)।

{ যমযাতনা নরকভীতি নীচে আমার ভয়।
প্রিয় বিরহ ভোগবিরতি মরণ হ'তেই হয়॥ }

(সেই মরণে তরণ তরি, অহর্নিশি জপ হরি—। মরণ হরণ হরির চরণ, অহর্নিশি কর স্মরণ—)।

পঞ্চম শোয়ারী।

হরে কৃষ্ণ হরি ভজ। সেইতো কলির আছে মজা,
যে পেয়েছে মধুমাখা তার ভাইরে।

কভু কি সে ভুলে আর নিত্য সিদ্ধ তনু তাঁ'র,
ধারে না সে যমের দাঁতের ধার ভাইরে ॥
যমজয়ী যোগীপতি—
ঘরয়া সে নাহি থাকে পরয়া সে নাহি রাখে,
তালুক মুলুক ধন জন কত ভাইরে।
দেহ গেহ প্রাণ মন বিদ্যা বুদ্ধি অভিমান,
যশ আদি যা'র যাহা আছে ভাইরে ॥
সব সঁপে দেয় ঐ শ্রীপদে—

(যার দেহ ধন তাঁরই তরে, তাঁরই তুষ্টি সাধন তরে—। আত্মসমর্পন-যোগে, অবিরাম সুখভোগে—। [ও সে ভবনদীর ঢেউ, ভাবার নয় সে কেউ] সে ভাবনা কেবা ভাবে, যার ভাবনা সেই ভাবে—। অন্য ভিন্ন নাহি ভাবে, ভাব যদি সেই ভবধবে—। তবে সেইটী আমার আমার আছে, হরি গুরু যে যা বল—। আবার একদিন হয়তো আমার হবে। যে দিন আমি ভবধবে এক হয়ে ভাই মিশে যাবে। সেদিন মিটবেরে সব ভবের গোল, সময় থাকতে বোল হরিবোল—)।

[২য় প্রবাহ]

সহচরগণ সখ্যসূত্রে আবদ্ধ বলে বিমুগ্ধ। নিমাইকে ক্রীড়াবিরত দেখে তাঁরা বিদায় নিয়েছেন। মাতা বাৎসল্যের স্নেহাবরণে আবৃতা বলে লীলার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না। তাই বল্‌ছেন—ঠাকুর, বালকের কথায় আপনি কাণ দেবেন না। আসুন্, অপরাহ্ণ উপস্থিত। স্নানাহ্নিকের চেষ্টা করুন্। এই বলে যথাস্থানে যেয়ে—

ত্রিতাল, মধুকান। ৪

ভাবেন মনে শচীরাণী	সুপ্রভাত সে যামিনী,
আমার গৃহে বিপ্রমণি	অতিথি হ'লেন আপনি ;
কি দিয়ে পূজিব আমি	সে রাঙ্গা চরণ দু'খানি।
সর্ব্বদেবময় মানি	শুদ্ধ দেহে শচীরাণী,
ঘৃত তণ্ডুল রম্ভা চিনি	দধি দুগ্ধ ক্ষীর নবনী ;
বিবিধ সম্ভার আনি	কহে শুন দ্বিজমণি ॥

(তুমি সর্ব্বদেবময়োতিথি, আমি বড় ভাগ্যবতী—। তুমি তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, তাই হয়ো না আমায় রুষ্ট—। নিমাই আমার বড় দুষ্ট, তাইতে মনে বড় কষ্ট—)।

ব্রাহ্মণ বল্লেন—না মা, তোমার নিমাই বালক হয়ে বৃদ্ধকে যথেষ্ট জ্ঞান দিয়েছে। আশীর্ব্বাদ করি ছেলে তোমার বেচে থাক্ সুখে থাক্। তত্ত্বজ্ঞান দান করে সবাইকে চরিতার্থ করুক্। এই প্রকার বহু কথার প্রসঙ্গে রন্ধনকার্য্য শেষ কর্লেন। সেবার সময় বলে শচীদেবী অন্তরালে অবস্থান কর্ছেন। ব্রাহ্মণ—

(ভোগ সাজালেন পরিপাটী, সারি সারি দিয়ে বাটি—। বসেন আসন পরে, গঙ্গাজলে আচমন করে—। তুলসীর দল দিল, বিষ্ণুনাম উচ্চারিল—)।

কাওয়ালী। ৫

শুদ্ধ শান্ত সমাহিত ভক্তিচিত্ত হৈয়া।
নিবেদন মন্ত্র জপে নয়ন মুদিয়া ॥
হেনকালে দেখে এক অপরূপ শোভা।
জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ মুনি মনোলোভা ॥

(তুলনা হয় না, শত রবি শশি সনে—। কোথায় বা লাগেরে, মরকত মণিরাজি—)।

দ্বিভুজ মূরলীধর শিরে শিখিপাখা।
রাধা অঙ্গ কান্তে তাঁ'র সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥

(যেন নূপুরেরর ধ্বনি করে কিনিকিনি। আমি কিঙ্কিনিরে কিঙ্কিনি। কিঙ্কিনি কিঙ্কিনি। কি কিনি কি কিনি, মন কিনি কি প্রাণ কিনি—)।

বিনোদ চরণ শোভে বিনোদ নূপুরে।
বিনোদ মূরলী কিবা বিনোদ অধরে॥

(বিনোদিয়া দোলে, বিনোদের বিনোদ গলে—; বিনোদিনী মালিকা—। বিনোদ উজলে, বিনোদের বিনোদ ভালে—; বিনোদিনী তিলকা—)।

[আজ নিমায়ের অভ্যন্তরে নবদূর্ব্বাদল শ্যামরূপ দর্শন করে ব্রাহ্মণ মনে মনে স্তব করেন]—

নবনীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরং
রসসাগর-নাগর-ভূপবরং
শুভবঙ্কিম চারুশিখণ্ড-শিখং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজ-রাজসুতং॥
কল-নূপুর-রাজিত চারুপাদং
মণিরঞ্জিতগঞ্জিতভৃঙ্গমদং।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাঙ্কিত পাদযুগং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজ-রাজসুতং॥

(ভজ ব্রজরাজসুতং, ভজ সুরনাথং ভজ—। অলকা বলিমণ্ডিতং, ভালতল চারুবরং —। দোলিত মাকরকুণ্ডলং, ব্রজবাসী মনোহরং—।

কটিতটী পীতপটং, চন্দনেচর্চ্চিত দেহং—। গোপীজন প্রাণবল্লভং, রসরাজ সুনাগরং—)। [নয়ন উন্মীলন করে "ভোজনে চ জনার্দ্দনম্" বলে যেমন ভোজনে প্রবৃত্ত হবেন] অমনি সম্মুখে দেখেন— খর্ব্বাকৃতি নিমাই।

গড়খেম্‌টা। ৬

নধর অধরে অধরে নধরে অধরে হাসির ভরারে।
যেন মুকুতার মালা ঝরিয়া পড়িলা উজলা করিলা ধরারে॥
তাঁ'র চাহনি চাহিলে যোগী ঋষি ভুলে দেবগণ মন টলেরে।
দু'জানু পাতিয়ে দু'হাতে ধরিয়ে গ্রাসে গ্রাসে গ্রাস তুলেরে॥

শচী মাই দূর হতে দেখে নিমাই নিমাই বলে তীরবেগে ছুটে আস্‌ছেন। বিশ্বরূপ নিকটে ছিলেন। মায়ের ক্রোধ দেখে নিমাইকে বক্ষে ধারণ করে ব্রাহ্মণের পদতলে পতিত হয়ে বলছেন—

(আমায় দণ্ড দাও, ঠাকুর তুমি—; নিমাইয়ের জন্য তুমি—। নিমাইতো বোঝে না কিছু, কি করিব তাই বলছে—)।

শচীরাণী অনন্যোপায়া হয়ে গললগ্নবাসে করযোড়ে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়িয়ে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন। মিশ্র মহাশয় মাটীতে মাথা খুঁড়ে বল্‌ছেন—ঠাকুর ঠাকুর রক্ষা করুন্। নিমাই আমার নাবালক।

নিমাই তখন মনে কর্‌ছেন—তা বটে!

(আমি না বালক, পিতা হয়ে পুত্র তোদের—। বালক বৃদ্ধ যুবা আমি। যখন যেমন তখন তেমন এক হয়ে হই সবই আমি)।

হিরণ্য ভাবগত নামে জনৈক প্রতিবেশী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিমাইকে নিয়তই গোপালের ন্যায় দেখ্‌তেন। আজ তিনি এই অলৌকিক কার্য্য সন্দর্শনে শ্রীভগবানের নিকট নিজের মিলন প্রার্থনা কর্‌ছেন।

ঠুংরী। ৭

বিন্দু বিন্দু বারি মিলে হয় মহাসিন্ধু।
মহাসিন্ধু তুমি হরি আমি জলবিন্দু॥

সিন্ধুমাঝে হয় যদি বিন্দুর পতন।
সেই বিন্দু অপূর্ণ কি থাকয়ে কথন॥

(অপূর্ণতা দূর কর হে, সিন্ধু সনে বিন্দু লয়ে—। জলে জলবিম্ব সম, খণ্ড অচৈতন্য মম—। সকলই মিলিয়া যাবে, তোমার মহিমার্ণবে—)।

তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু সাগর সঙ্গমে।
তব কৃপা কণা ল'য়ে মিলিব দু'জনে॥

(এই কর হে, আমি যেন তুমি হইহে—। আমারে তোমার করে লও, আমার যা কিছু কাড়িয়া লও—। বল্‌তে যেন পারি মুখে, আমার যা কিছু সব তব সুখে—)।

গড়খেম্‌টা। ৮

আমি তুমি মিল্‌বো যেদিন পূর্ণ আমি হ'ব সেদিন,
নইলে অপূর্ণ এ দীন তব কৃপা বিনে।
আমার স্বতন্ত্র সুখ নহেতো সে পূর্ণ সুখ,
যদি তুমি হও বিমুখ শ্রীচরণ দানে॥

(আমার গতি কি হবে, অপূর্ণতা যদি না ঘুচ্‌বে—। এইভাবে কি রইব ভবে, ভবধব যদি নাহি ভাবে—)।

তব ধ্যানে তব জ্ঞানে তব প্রেম আস্বাদনে,
তব নাম গুণগানে কর সুধাময়।
আমার আমিত্ব মাঝে সকল ব্রহ্মাণ্ড রাজে,
আমি তুষ্ট হ'লে হ'বে তুষ্ট জগন্ময়॥

(ওহে দয়াময়, তুষ্ট কর জগন্ময়—। করি এই কামনা, করোনা আমায় ছলনা—। পদকর্ত্তা বল্‌ছেন—(ও যে ছলনা করে, তারই সাথে

—, যে উঁহারে চায়—। আধার ছল না করে, তারই সাথে ও যে—, যে না ছাড়ে—)।

ব্রাহ্মণ সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লেন—যখন বেলা অবসান হয় নাই তখন পুনরায় পাকের যোগাড় করে দাও। আর সাবধান, নিমাই যেন আমার কাছেও না আস্‌তে পারে।

শচীমাতা যেন মৃতদেহে প্রাণ পেলেন। মিশ্র বল্‌লেন-- এবার ওকে ঘরে দোর দিয়ে রাখ। শচী পূর্ব্ববৎ সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিয়ে গৃহ মধ্যে নিমাইকে নিয়ে বসে আছেন। এদিকে ব্রাহ্মণ—

(পাক যে করে, পাকের কথা মনে করে—; বিপাকাদি বিঘ্ন রাশি—। তাঁরে ডাকে বারে বারে, আর্ বার দেখা দাও আমারে—)।

[এই ভাবে স্তব করে করে পাককার্য্য সমাপনান্তে পুনরায় নয়ন মুদ্রিত করে নিবেদন করেন]—

(আবার আমায় দাও হে দেখা, ওহে আমার বাঁকাসখা—। শিরে ধরে শিখিপাখা, রাধা নামটী যাতে আঁকা—। চরণে নূপুর দিয়ে, দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ হয়ে—। রাধারাণী বামে লয়ে, চূড়া বামে হেলাইয়ে—। নয়নে নয়ন মিলায়ে, চরণে চরণ দিয়ে—। দাঁড়াও আমার হৃদমন্দিরে, আর বাসনা নাই অন্তরে—। আর্‌কি নিমাই রইতে পারে, ভক্ত তাঁরে ডেকেছেরে—। কি করিতে কি না করে, মা রেখেছেন কোলে করে—। ভক্তের তরে সবই পারে, ভক্তদাস তাই নামটী ধরে—)।

সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের লীলা! ব্রাহ্মণের মনে এক নূতন ভাবের প্রেরণা জাগায়ে দিলেন। তার ফলে ব্রাহ্মণ শচীমাইকে ডাক্‌ছেন—।

(হা মা গুড়ি গুড়ি এস, নিবেদনের সময় হল—)।

নিমাই যদি যেয়ে বসেন এই আশঙ্কাবে রাণী নিমাইকে দড়ি দিয়ে বেন্ধে ঘরের বাইরে আস্‌লেন। তাতে পদকর্ত্তা বল্‌ছেন—

কাওয়ালী, পূরবী। ৯

হারে কেমন বান্ধা বান্ধ্‌লি।
রশির বান্ধন হয় কি তেমন কেবল ব্যথা দিলি॥
দেহের বান্ধন নয়কো বান্ধন
ও বান্ধনের নাই আটন কসম,
আটন বান্ধন আসল বান্ধন তা'কি মনে কর্‌লি।
প্রাণের জোরে প্রেমের পাশে
ভক্তির আটায় বান্ধ্‌লে কসে,
সে বান্ধন টুটে না শেষে অটুটে চতুরালী॥
পাকা কলায় ছেলে ভোলা
কল-কৌশলে সাপের খেলা,
জোর জুলুমে তারক পাগ্‌লা তা'তো তুই ভুল্‌লি॥

শচীমাই যেয়ে দেখেন—সর্ব্বনাশ করেছে! নিমাই, নিমাই! নিমাই ভীত কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লেন ঠাকুর আমায় ডেকেছে।

(হামাগুড়ি গুড়ি এস, নিবেদনের সময় হল—)।

তাই আমি হামাগুড়ি দিয়ে এসেছি। শচী কি বল্‌বেন—কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌ছেন না। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ বল্‌ছেন—শোন শচীরাণী, তোমার নিমাই—

জয়েৎ ঠুংরী। ১০

পতিতপাবন পাষণ্ডদলন গিরিগোবর্দ্ধনধারী।
নররূপ ধরি উদয় নদেপুরী গোলকবিহারী হরি॥

বৈষ্ণববাঞ্ছিত সাধকসেবিত দেবতাপূজিত নিশিদিনে।
কোন্ কর্ম্মফলে জননী হইলে সে সুখ ভুঞ্জিলে জীবনে ॥

(ধন্য হল, জনম আমার—, জীবন—। আমি ধন্য হলাম, জগৎপিতার প্রসাদ পেলাম—)।

{ ধারণায় ধরিতে যাহা নারে সুর-নরে
{ হেন অযাচিত কৃপা কৈলা প্রভু মোরে }।

(কাজ কিরে আর তীর্থ-ব্রতে, সর্ব্বধর্ম্মসার ঐ শ্রীপদে—।)

বেদবিধি অনুযায়ী যাবতীয় ধর্ম্ম মাত্র ভগবদ্ প্রাপ্তির পথ অন্বেষণ করবার প্রবৃত্তি দান করে। কিন্তু সেই অমূল্যরত্ন লাভ হলে তাঁর পদসেবা ভিন্ন অন্য ধর্ম্মের আবশ্যক কি?

(কাজ কিরে আর বেদবিধিতে, বেদবিধির বাহিরে গেলে—। লজ্জা ঘৃণা ভয় রবে না, যাতে সেই রতন মিলে না—)।

শচীমাই মনে করছেন—ব্যাপারটা কি? আমি এত সিষ্টি করে বেন্ধেছি! নিমাই এদিকে আধো আধো স্বরে ক্রন্দনের ভঙ্গিতে বলছেন—

(আমি বান্ধা আছি, যুগে যুগে—। বান্ধা আছি মা, সত্য ত্রেতা দ্বাপর হতে—। আমি কাটতে নারি, প্রেমপাশের বান্ধন তোমার—)।

শচীমাতা গৃহদ্বার উন্মুক্ত করে ব্যতিব্যস্ত অবস্থায় নিমায়ের বন্ধন মোচন করছেন আর বলছেন—ও দুষ্টু ছেলে, আবার এসে বান্ধা হয়েছ! এ লীলার দ্বারা জগতকে দেখালেন যে, কৃষ্ণের সংস্পর্শে থেকেও মায়ামুগ্ধ ব্যক্তি তাঁর উজ্জ্বল রস আস্বাদন করতে পারে না। যাহোক্ তৈর্থিক পরদিন প্রত্যূষে ভগবানের জয় গায়িতে গায়িতে গৃহাভিমুখে গমন করলেন।

জয় জগন্নাথসুত জয় জগন্নাথ।
জয়রে নদিয়াবাসী জয় শচীমাত ॥

[তৃতীয় প্রবাহ]

প্রতিবেশী হিরণ্য ও জগদীশের উপাস্য দেবতা ৺গোপালজী। আজ একাদশীর দিন। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদ্বয় নৈবেদ্যাদি প্রস্তুত করে ঠাকুরসেবার উদ্যোগ কর্‌ছেন। এদিকে—

একতালা। ১১

কান্দিয়া কহেন নিমাই শুন বলি ওগো মাই,
জগদীশ আর হিরণ্য যে হয়গো।
তাঁ'দের নৈবেদ্য খেতে বাসনা জেগেছে চিতে,
যত শীঘ্র পার এনে দাওগো॥

(ভাল হবেনা, নৈবেদ্য না দিলে এনে—। দিব এবার ঠ্যাঙ্গার বাড়ি, ভাঙ্‌বো তোদের ভাতের হাঁড়ি—) । মাতা বল্‌লেন—(অমন কথা আর বলোনা, ওরে আমার মনি সোণা—)।

ব্রাহ্মণের ছেলে হ'য়ে কি কথা শুনা'লি মায়ে,
ঠাকুর সেবায় নৈবেদ্য যে হয়গো।
ক্ষীর সর নবনী ঘরে লাড়ু সন্দেশ শিকের পরে;
যত ইচ্ছা ঘরে বসে খাওগো॥
আরও কিবা চাহ বল ঐ কথাটী নাহি বলো,
অমন কথায় লোকে মন্দ কয়গো।
ভুলার মত না ভুলা'লে ভুলে কি ও কথার ছলে;
দীন তারকে হেসে এবার কয়গো॥

(হ্যাক্‌রা লোকের ড্যাক্‌রা মেয়ে, ভুলাতে যাও লোভ দেখায়ে—)। নিমাই আবার বল্‌ছেন—(এনে দেনা, না দিবিতো তাও বল্‌না—। আমি কেন্দে দিলাম, নৈবেদ্য না যদি পেলাম—)।

নিমাই উচ্চৈঃস্বরে কান্দ্‌তে সুরু কর্‌লেন্‌। বাড়ীতে এক কর্ম্মকার থাক্‌তেন। পাড়ায় পরামাণিক ও পালের যথেষ্ট বসতি।

[পাল আসিল পালে পালে আহা মরিরে]—

কর্ম্মকার বহুমূল্যবান অলঙ্কারাদি রেখে যেতে পার্‌ছেন না তাই কর্ম্মস্থলে বসেই বলছেন্‌—

(কামার বলে একি হল, কি হইল কি হইল— ; পালে পালে পাল আসিল—)।

শুধু নাপিত বলে নয়। যাদের পিতা নাই অর্থাৎ প্রৌঢ় বা বৃদ্ধগণও ছুটছেন। তাঁদের ছেলেপেলেরাও—

(হাপিত হাপিত বলে, পিতার পাছে ধেয়ে চলে—। ক্রমে পাড়ায় পাড়ায় পাড়া দিয়ে, এলো যত পাড়ার মেয়ে—। কামার বলে একি হল, নাপিত বলে হরিবোল—)। (তারা সবে মিলে বলে হরি হরি, হরিতেও হরেনা হরি—। হরিনামে যেন আরও বাড়ে, নিমায়ের কান্না আজি—)।

নিমায়ের ক্রন্দনে অবসাদ নাই, নয়নধারারও বিরাম নাই। এমন সময়, নৈবেদ্যসহ হিরণ্য ভাগবত এসে নিমায়ের সম্মুখে নৈবদ্যটী রক্ষা করে বল্‌ছেন—

[হে বাল-গোপাল কোথা সে গোপাল কোথা সে রাখাল সাজ। কোথা সে বাঁশরী কোথা সে কিশোরী পাশরি কেন এ কাজ॥ বুঝি পীতধড়া শিখিপাখাচুড়া হ'য়ে তুমি ছাড়া হরি। পুণ্যবান মোরে ধন্য করিবারে এসেছ নদীয়াপুরী]॥

(তোমার খেলা তুমি জান, আমি অধম ভক্তিহীন—। যা করাও তাই করি, আমি কিবা জানি হরি—। পুরাও প্রভু অভিলাষ, তুমি প্রভু আমি দাস—)।

[আরতো নিমাই রইতে নারে, আহা মরিরে]॥

ঝুঁঝরী। ১২

হাসিহাসি মুখখানি নৈবেদ্য লইল টানি,
মিলাইয়া নিল নীলমণি হায়রে।
চাঁপা কলা সন্দেশ আদি—
দু'হাতে কতক খায় কতক মাখিল গায়,
কতক বা বিলান আপনি হায়রে ॥
চতুরালি বনমালি—
হাতেহাতে বিলান আপনি হায়রে ॥

(খায় আর মাখে গায়, আর যারে তারে দেয়—)। হেন কালে—

ভক্তি গদগদ চিতে নৈবেদ্য লইয়া হাতে,
আসিলেন জগদীশ রায় হায়গো।
গোপাল গোপাল বলে নিমা'য়ে লইল কোলে,
নয়ানে বয়ান ভাসে হায় হায়গো ॥
প্রেম অশ্রু বাহিরায়—
বাল হে গোপাল বলে চাঁদমুখে দিল তুলে,
তুমি খেলে গোপালের হয় হায়গো।
সখাসজে ব্রজভাব নদিয়াতে দেখে সব,
দেবগণ যে যেখানে রয় হায়গো ॥

(দাঁড়াইয়া দেখে, স্বর্গপথে ইন্দ্র আদি—। যেন সুধাবৃষ্টি করে, হে বাল গোপাল বলে—)।

এইভাবে দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। বিশ্বরূপ উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষার অধিকারী হয়ে সংসারের অনিত্যতাবোধে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন।

তজ্জন্য পুরন্দর মিশ্র নিমায়ের লেখাপড়ার প্রতি একেবারেই উদাসীন। তার ফলে নিমাই তাঁর স্বভাবটীকে জমকাল করবার আরও ভাল সুযোগ পেয়েছেন। পাড়ার মেয়েরা নিমায়ের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আজ শচীমায়ের কাছে অভিযোগ জানাতে এসেছেন। কেহ বলছেন—দেখ শচীঠাকরুণ, তোমার নিমাইকে শাসিত কর। কেহ বলছেন—অতটুকুন্ ছেলে! যেন ঠুনী পাথর! কেহ বললেন—

(ওকিছু মানেনা, মানুষ গরু দেব দ্বিজ—। যেন জাত গোখুরো, কথা বললে রুখিয়ে আসে—)।

কেহ বললেন—ঘা দিলে কাঁসির মত বাজে। পদকর্ত্তা বলছেন—কাঁসি নয়গো।

(বাঁশী বাজাতো। বেণু বাজাতো, ধেনুসনে—, বৃন্দাবনের বনে বনে—। সব ছেড়েছে, ধেনু বেণু কানু এবার—; রাইনামে মন মজাইতে— ; কেহ বলছেন—

কাওয়ালী। ১৩

পথে যদি যেতে দেখে নৈবেদ্যের থালা।
খাবলে মারয়ে ছোবল চা'ল আর কলা॥

সেদিন আমি বললাম—তোমার (বাবাকে এবার বলে দেবো, ঘাড় ভাঙ্গিয়ে রক্ত নেবো—)। তাতে ও কি বলে জান?—

রাকা বলে বাবা মোরে মাও বলে বাবা।
মা বাবার শ্বশুর আমি করবে কিরে হাবা॥

তাতে কুটীর মা বলেছিল—(শ্বশুর না অসুর হয়েছিস্, কুল মজাতে জন্ম নিছিস্—)। পদকর্ত্তাও তাই বলছেন—(একুল ওকুল দুকুল মজে, যেকুলে গোকুল মজে—)।

গোকুল বল্‌তে এ স্থলে গোকুলচন্দ্র এবং একুল ওকুল শব্দে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল। যাহোক্ নিমাই বলে কি শোন—

(আমি অসুর হয়ে অরি নাশি, শোন্‌রে বলি ওরে মাসি—। আবার শ্বশুর হয়ে ভালবাসি, তাই তোদের দুয়ারে আসি—। এক হয়ে দুই ধারা ধরি, যখন যেমন তখন তেমন—)।

কিছুদিন পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যরাজ মুরারীগুপ্তের ভাতের থালায় নিমাই প্রস্রাব করেছিলেন। তাই মনে করে একজন বল্‌লেন—

সত্যকথা শুন্‌তে দিদি কাণে বাজে বড়।
ভাত ভরে মোতা ছেলে কেন তুমি ছাড় ॥ কেহ বল্‌ছেন—
অমন ছেলে হ'ত যদি আর কা'রও ঘরে।
তোমার দাপেতে ভাই পাড়া যেত উড়ে ॥ অন্য একজন বল্‌ছেন
মোর পেটে হ'ত যদি তোমারই ঐ ছেলে।
বাবার বিয়ে দেখাতাম পাড়া দিয়ে গলে ॥

পদকর্ত্তা বল্‌ছেন— [হরিহে হরিহে হরিহে]—

কাশ্মারী খেম্‌টা। ১৪

তোমার আজব্ কারখানায়।
আজব্ কারখানায় আজব্ কারখানায়—
কত রংএর সং সাজা'য়ে, ঢং দেখাওগো হায়॥

অন্ধ যেজন হয় অন্ধ যেজন হয়—
তোমার কৃপা পেলে সে যে তোমায় দেখ্‌তে পায়।
আবার নয়ন থাক্‌তে কত মানুষ, অন্ধ হ'য়ে যায় ॥

মূর্খ যা'রা হয় মূর্খ যা'রা হয়—
কাঞ্চনের মালা বলে কাচ পরে গলায়। আবার—
জ্ঞানীগণ গরব ছেড়ে, ধনের মান হারায়॥ যে জন
গোব্‌রা পোকা হয় গোব্‌রা পোকা হয়—
পদ্মরাগের আকর ছেড়ে গোবরে লুকায়। আবার—
হংসগণে দেখ্‌নারে ঐ, জল ফেলে দুধ খায়॥

শচীমায়ের এক গ্রাম্য মাসীমা আজ তিনিও এসে বল্‌ছেন—

কাহার্ব্বা, ভাটিয়ারী। ১৫

কি ছেলে হয়েছে বাছা তোর কি ছেলে হয়েছে।
ছেলেতো নয় ও ছেলের জ্যাঠা বাপে মাথা খেয়েছে॥
বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হ'ল
তাইতে মিশ্রের কপাল পুড়্‌লো,
ভুকুমুকু করে পরকাল ঝর্‌ঝরে করেছে।
নন্দ গয়লার ছেলে যেন,
ব্রজ ছেড়ে নদিয়াধাম
কানার চোখে হাত দিয়ে বুঝানো ধারা ধরেছে॥

শচী দেবী বল্‌লেন—কি করবো মাসী মা? সে দিন তো তোমরাই বল্‌লে—ও কোন অপদেবতার কর্ম্ম; শান্তিস্বস্ত্যয়ণ কর মা ষষ্টীর পূজা দাও। তাতো সবই করেছি। তবে মায়ের পূজার যা কিছু যোগাড় করেছিলাম—সে সবই ও বায়না করে খেয়ে ফেল্‌লো। তা কি করবো বল? মাসীমা পুনরায় গাহিলেন—

গঙ্গামুখো মোর হলোরে পা
লাঠীর ভরে থর থর কাঁপে গা,
চল্‌সা চোকে আমি এমন দেখি না নদিয়ার মাঝে।

অধম তারক বুড়ীরে বলে
দেখ্ না চোকের ঐ খোলস্ খুলে,
বুঝে সুঝে ভোট্ খাবি তা হ'লে ক'টী এমন আছে ॥

এমন সময় অন্য এক প্রতিবেশিনী রায় বাঘিনীর মত ছুটে এসে বল্ছেন —ওগো ভাল মানুষের গিন্নী, বল্লেতো বিশ্বাস করবে না। দেখে এসোগে জগদীশের নাটমন্দিরে—

[তীব্র ভঙ্গীমাখা ভণিতা শ্রবণ করে আর কি শচীমাই রইতে পারেন]

বিস্ফারিত নয়নে ওষ্ঠাধর কম্পিত কণ্ঠে নিমাই নিমাই বলে ধেয়ে যেয়ে যেমন নিমাইকে ধরতে উদ্যত হয়েছেন—অমনি জগদীশ (নিকটে বসে খেলা দেখ্ছিলেন তিনি) নিমাইকে স্কন্ধে করে বল্ছেন—

ঠুংরী। ১৬

সম্বর সম্বর ক্রোধ কি কর জননী।
[আচম্বিতে ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জ্জন হ'ল]
অম্বর হইতে ঐ হয় দৈববাণী ॥
দেবতা দুর্লভ ধন তোমার নিমাই
ধন্য পুণ্যবতী তুমি নিমায়ের মাই ॥
(ধন্য নবদ্বীপ ধাম, যে ধামেতে তোমার ধাম—)।

আজ শচীরাণী নিমাইকে কিছুই বল্তে পারলেন না। মাতা-পুত্র রাস্তায় এক সঙ্গে আস্ছেন। আস্তে নিমাই একটা কুকুর ছানার সাথে খেলা কর্তে লাগ্লেন। তাই দেখে—

কি জানি নিমাই যদি ছুঁয়ে তাঁ'রে দেয়।
এই ভয়ে শচীমাই আগে আগে যায় ॥

পাছে ফিরে দেখে নিমাই কুকুর নিয়ে কোলে।
ত্বরিতে ধাইয়া আসে মাকে ছোঁবে বলে॥

শচীদেবী ইতস্ততঃ চিত্তে এক টুক্‌রা বেত হাতে উঠায়ে বল্‌লেন—

শোন্‌রে নিমাই বলি না নেয়ে তুই ঘরে।
আসিস্ যদি দেবো তোর হাড় গুড়ো করে॥

বারবাড়ীতে বসে একটা মুচি মেরামতি কাজ কর্‌ছিল; নিমাই তাকে জড়ায়ে ধরে বল্‌ছেন—

(মুচি তুমি শুচি কর, কুকুর ছুঁলে ঘাট্ হয় বড়—)।

নিমাই মুচি ছুয়ে শুচি হয়ে ঘরের দাওয়ায় উঠ্‌তে যাচ্‌ছেন এমন সময় শচী বললেন—

মধ্যম দশকুশী। ১৭

যারে যারে ওরে কুড়ে মোরে কেন খেলি খুড়ে,
যারে যারে ওরে কুড়েগো।

নিমাই অমনি আঁদাড়ের দিকে ছুট্‌লেন। শচী মা বুঝ্‌লেন—এবার তো আরও মুস্কিল! তাই পুনর্ব্বার বল্‌ছেন—

দাঁড়ারে দাঁড়ারে নিমাই সোণা মণি বাবা গোঁসাই,
দাঁড়ারে দাঁড়ারে নিমাই গো॥

নিমাই এক কুঁড়ে হাড়ীর উপর দাঁড়ালেন। শচীমাই অতি দুঃখে বল্‌লেন—

কুড়ে কি মরে না ঘরে কুড়ে কি তাই কুঁড়ের পরে,
কুড়ে কি মরে না ঘরে গো।
কি করিব কোথায় যা'ব মরণের ঠাই কোথা পা'ব
কোথা যেয়ে প্রাণ জুড়া'ব গো॥

পদকর্ত্তা বলছেন—(ও কি অপবিত্র আছে, ভোগটী ওতে পাক হয়েছে—। সেকি অপবিত্র থাকে, নিমাই নিজে ছোঁয় যাকে—। কত জন্মের সাধন বলে, কুঁড়ে তুমি শ্রীপদ পেলে—। ভাগ্যবানের সঙ্গ পেলে, সে পদ মেলে অবহেলে—; পতিত হলেও সে পদ মিলে—। আমার এমন ভাগ্য কবে হবে, পতিত হয়েও সঙ্গ পাবে—। ও যে কুড়ে বড় ভালবাসে, ফিরে ঘুরে তাইতে আসে—; অট্টালিকা ছেড়ে ওযে—। রাজা হয়ে দীনভিখারী, রাম রাজা তাই বনবিহারী—, মথুরা ছেড়ে দ্বারকাপুরী—। এবার হবেন দণ্ডধারী, ছেড়ে এই নদেপুরী—। আবার কুঁড়ে হাঁড়িও ছাড়েনা রে, ঘৃণায় মানুষ ছোঁয় না যারে—। কানা খোড়া রোগা কুড়ে, ধারণ করে বিশ্বজুড়ে—।) জগদীশ এসে বল্‌ছেন—(ওতো বিশ্বম্বর নয়। কিম্বা দিগম্বর নয়। ওযে বিশ্বম্ভর হয়। বিশ্বভরণ ধারণ ধরণ সেই আনন্দে সদা ডুবে রয)।

দেখ মা, আমি সবই শুনেছি সবই দেখেছি। তুমিই তো নিমাইকে আগে কুড়ে বলেছ। তাতে নিমাই বললেন—শুধু,

(কুড়ে বলে নাই। যারে যারে ওরে কুঁড়ে বলেছে মাই। তাই আসিলাম, আস্তাকুঁড়েয় কুঁড়ের পরে—। এও বলেছে, দাঁড়ারে দাঁড়ারে কুড়ে—। তাই দাঁড়িয়ে আছি, মা বলেছে দাঁড়াইতে—)।

আজ হিরণ্যও থাকতে পারলেন না তিনি এসে বল্‌লেন নিমাই,

[উপযুক্ত পিতামাতা করেনা কি কখন।
পুত্রের কল্যাণ তরে তাড়ন ও ভৎর্সন॥
কভু কি করেনা তাঁ'রা বিষম প্রহার।
তা' বলে কি পুত্র করে এ হেন আচার]॥

নিমাই এবার উত্তরে বল্‌লেন— লেখাপড়া শিখে মানুষ যখন হতে পার্‌বো না, তখনতো মূর্খ হয়েই থাকতে হবে। তা এসব কি মূর্খের কাজ

নয়? শচীমাতা নিজের কথায় নিজেই ধরা পড়েছেন। তাই বল্‌ছেন —এখন,

(এসহে নিমাই, কঁ‍ড়ে ছেড়ে কোলে আমার—)। জগদীশ বল্লেন— (এস ভাই নিমাই, হৃদয় মন্দির মঝে—; তোমার মত দয়ালতো নাই—। [পদকর্ত্তা বলেন আজি] মিলহ কানাই, শ্রীদাম সুদাম সখাসনে—; ঐ আস্‌ছে তোমার দাম ভাই—)।

শ্রীদাম সুদামের সহিত কানাই এর ন্যায় নিমাই আজ হিরণ্য ও জগদীশ উভয়ের মধ্যে শোভা পাচ্ছেন। এই সময় দামরূপে মুরারী গুপ্ত এসে বল্‌ছেন— নিমাই, আমার ভাতের থালায় প্রস্রাব কর্‌তে ও কি তোমার মা বলেছিলেন? নিমাই উত্তর কর্‌লেন—

একতালা। ১৮

জীবে আর কৃষ্ণে যেবা ভেদ নাহি করে।
মলমূত্র ভোজা কুকুর মানি আমি তা'রে॥
প্রেমভক্তিহীন যেই জ্ঞানগর্ব্বে মরে।
শতবার মুতি তা'র ভাতের উপরে॥

(জ্ঞানে নাই কর্ম্মে নাই, জ্ঞান কর্ম্মাতীত তিনি—। ভক্তিপথে যেবা যায়, ভক্তদাসে সেই পায়—)।

বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ঘোর নাস্তিক মুরারীর জনৈক ব্রাহ্মণ সুহৃদ্‌ এসে রোষ-কষায়িতলোচনে শচীদেবীকে বল্‌ছেন—

নিমাই বালক তোমার কি দোষ তাহার।
ঐ ছুঁটো সর্ব্বনেশে মাথা খেলো ওর॥

নিমাই অত্যন্ত ক্রোধভরে বল্‌লেন—

ব্রাহ্মণ হইয়া তুই শূকর অধম।
তব মুখ দরশনে পাপ অগণন॥

(তুই নরপশু, ভক্তিধর্ম্ম বিহীন—; পশু হতেও অধম—)।

শচীমাই দাঁতে জিভ্ কেটে বল্লেন—ও নিমাই, নিমাই, তুই বলিস্ কি? দেখ্ছিস্ না ব্রাহ্মণ-তনয়। নিমাই তথাপি বল্ছেন—

(যদি ব্রাহ্মণ তনয়, জ্ঞানগর্ব্বে কেন মত্ত রয়—। যদি ব্রাহ্মণতো নয়, যজ্ঞ উপবীত কেন—)। মা তুমি সত্যিই বলেছ।— (ও ব্রাহ্মণতো নয়, যজ্ঞসূত্র থাক্‌লে কি হয়—)।

শচী এবার হৎপরোনাস্তি অপ্রস্তুত হলেন। সুহৃদ্‌বর কি আর কর্‌বেন! লজ্জাবনত মুখে বল্লেন— নিমাই, তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি এতদিন ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্ম রক্ষা করতে পারি নাই। আমায় বলে দাও — ব্রাহ্মণ কাকে বলে? ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কি? নিমাই প্রশ্নের উত্তর কর্‌ছেন— যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও সংপ্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্মশালী ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। আরও

ক্ষমা দিয়ে গড়া প্রাণ দয়ার হয় দেহ।
বিষ্ণুপদ বাঞ্ছে সদা বিপ্র হয় সেহ॥
পরহিতে প্রাণমন দান করে যেহ।
বেদবিদ্যা বিশারদ বিপ্র হয় সেহ॥

(স্পৃহা নাই, সংসারের সুখভোগে তাঁর—। সংসার অসার, অলীক সুখ-শান্তির আগার—। সংসার সংই সার, মুগ্ধমনে মায়ার বিকার—)।

ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ মাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য॥

যদি এই দ্বাদশ গুণান্বিত—

গড়খেম্‌টা। ১৯

ব্রাহ্মণ হইয়া কৃষ্ণ না ভজিয়া শুধু এ সংসার ভজে।
কামিনী কাঞ্চন ভজে।
সেই নরাধম চণ্ডাল অধম নিরয় মাঝারে মজে॥

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনে হিতার্থ-
প্রাণং পুণাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ (ভাগবত)

চণ্ডাল হইয়া সধর্ম্মে রহিয়া বৈষ্ণব শ্রীপাদ ভজে।
ব্রাহ্মণ অধিক কৃষ্ণপ্রাণাধিক শ্রীপদে স্বরগ রাজে॥

(সহস্র স্বরগ ধামরে, সতত বিরাজে—, শ্রীপদ সরোজে—)।

[অন্তিমে গোলকধামরে, আহা মরিরে]!

তুংরী। ২০

ব্রহ্মলোক ভেদী পরে হয় পরব্যোম।
তাঁহার উপরে রহে গোলক বৃন্দাবন॥
রাসস্থলে রত্নবেদি রত্নসিংহাসনে।
কিশোর-কিশোরী রূপ হেরে দু'নয়নে॥

(যুগল চরণে, রাধাকৃষ্ণ দোহাকার—। অধিকার পাবিরে,সাক্ষাৎ সেবাভক্তির—। ধন্য হবেরে, জীবন জনম দুইই--)।

সময় থাকিতে তোরা সাধুসঙ্গ ধররে।
গুরুরূপী কৃষ্ণপদে সদা মতি রাখরে॥

(পরশ পাবিরে, লোহা হয়ে পরশ মণির—। সোণা হয়ে যাবিরে, পরশ পরশে লোহা—)। পদকর্ত্তা বলছেন—

(সোণাতো সামান্য কথা, পরশ পরশে লোহা—। সেতো সোণা নাহি হয়রে। পরশ হয়ে যায়রে, পরশ পরশে লোহা—)।

পরশ পরশে লোহা সোণা হ'য়ে যায়রে।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হ'লে সোণায় সোহাগারে ॥০
আশি লক্ষ যোনি ফিরি কোন্ পুণ্যফলে।
পেয়ে জন্ম খোয়াইলি হায় অবহেলে ॥

(যুগে যুগে কেন্দেছিস্, ঊর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে—। কেন্দে কেন্দে পেয়েছিস্। পেয়ে তাঁরে ভুলেছিস্, মায়ামোহে মুগ্ধ হয়ে—)।

শিশুর মুখে এই সব ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ শ্রবণ করে মুরারী এবং তৎসুহৃদ্ নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন আর দরদর ধারে প্রবাহিত নয়ন ধারায় বক্ষস্থল প্লাবিত করছেন। হিরণ্য ও জগদীশ উভয়েই সমবেত কণ্ঠে বল্‌ছেন—মা, নিমায়ের অস্বাভাবিক শক্তির প্রতি একবার লক্ষ্য কর। আমি নিমায়ের দেহে গোপাল দর্শন করেছি। তাই আজ মুক্ত কণ্ঠেই বল্‌ছি—

(গোপাল আমার এসেছেরে, ব্রজ ছেড়ে নদেপুরে—; কলির জীব তরাবার তরে—। আরতো জীবের ভাবনা নাইরে—। গৌর দেহে গোপাল রাজে, গৌর-গোপাল নেনা ভজে—। গৌর-গোপাল ভজনারে, যাবি যদি ভবপারে—। গৌর ভজ গোপাল বলে, হরি হরি হরি বলে—)।

দানলীলা।

(১ম প্রবাহ)

একে কলির জীব স্বল্পায়ুঃ। তাতে পাপের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। যাগযজ্ঞাদি কৃচ্ছ্র সাধ্যের দ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্তি সুকঠিন। তাই—

{ মনে মনে ভাবেন আজি শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
নাম বিনে কলি-জীবের কি হ'বে উপায়॥ }

(নামৈব কেবলম্, কল্মষ হরণং—; পাপতাপ নাশনং—; গতিমুক্তি কারণং—; ঘোর কলি পাবনং—)।

একতালা। ১

সর্ব্বতীর্থাধিক নাম সর্ব্বার্থ সাধন।
অগতির গতি নাম পতিতপাবন॥
সূরয প্রকাশি যথা অন্ধকার নাশে।
পাপতাপ বিনাশিয়া মুক্তি ছটায় ভাসে॥

(আলো করে, প্রারব্ধ তিমিরে হবে—। দুইটী উজলে, জীবন জনম ভাই—)।

দানব্রতে তপোতীর্থে যত শক্তি ছিল।
কৃষ্ণ নিজে নামের মাঝে সবই করে নিল॥

(বাকী কিছু থাকেনা, নামের মাঝে সকল দিয়ে—। নামের মাঝে আপনি নিজে, তাধিন্ তাধিন্ তাধিন্ নাচে—। নামের মাঝে প্রেমের দোলে, অবহেলে দুল্ দুল্ দোলে—)।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

(নামী হতে নাম বড়, হৃদে যদি করহ দঢ়—। আরতো জীবের ভয় রবেনা, গোরা যদি করেন করুণা—। নইলে উদয় কেন নদের এসে, নয়ন জলে ভেসে ভেসে—)।

{ নামে রুচি হবে ভাই কর সংকীর্ত্তন
সংকীর্ত্তন হেতু হবে প্রেম উদ্দীপন }। অতএব

(কলির দুঃখ করতে মোচন, কর সবে নাম সংকীর্ত্তন—)।

শ্রীবাস আঙ্গিনায় নিত্যনিয়মিত কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়েছে। একে তপ্ত কাঞ্চন, তাতে যোগ দিয়েছেন রাজপট্টমণি।

[আর তো জীবের ভয় নাই, ভয় নাই ভয় নাই। নদের এসে মিলেছে দু'ভাই, গৌর আর নিতাই]॥ আজ—

(শ্রীবাস আঙ্গিনার মাঝে, মণি-কাঞ্চন যোগ বিরাজে—। গৌর নিতাই দুভাই নাচে, মৃদঙ্গ করঙ্গ বাজে—। দ্রীমি দ্রীমি দ্রাং দ্রাং, তার মাঝে নিতাই গৌরাঙ—। তাথৈ দ্রীমি তাথৈ দ্রীমি, তাথৈ তাথৈ তাথৈ দ্রীমি—)।

[প্রভু কহেন নিত্যানন্দ কলির জীব মোহ অন্ধ
নাম মহামন্ত্র বিনে অন্য গতি নাই।
চল যাই সবে মিলে নগর কীর্ত্তন ছলে
উদ্ধারিতে অগ্রে আজ জগাই মাধাই]॥

ভাস পাহাড়িয়া। ২

মৃদঙ্গ করঙ্গ সঙ্গে মন্দিরা মাদল শিঙ্গে
ঝাঁজর কাঁসর সপ্তসুরাগো।

কেহ দেয় করতাল কেহ করে ধরে তাল,
শঙ্খ ঘণ্টা মাঝে নাচে গোরাগো ॥
দু'নয়নে প্রেমধারা নিত্যানন্দ আত্মহারা,
গদাধর গড়াগড়ি যায়গো ।
অগুরু চন্দন মালা দেয় যত কুলবালা
লাজ ভয় পাশরিয়া হায়গো ॥

(তারা কেউ না মানে, কুলকলঙ্কের কথা—। শাশুনীর খ্যাঙোর বোলে, জাতকুলমান যাও না ভুলে—)। আবার (করে কিনি কিনি কেয়ূরের ধ্বনি—। আমি গৌর কিনি নিতাই কিনি)।

[সাঙ্গপাঙ্গ একসঙ্গে নাচে গায় রঙ্গে ভঙ্গে, ধূলি ধূসরিত অঙ্গে নগরে বাহিরায়]।

কাওয়ালি। ৩

বিবিধ বাদন যন্ত্রে কাঁপিল মেদিনী।
নাদিল অম্বর পথ শুনি জয়ধ্বনী ॥
নদিয়া কন্দরে যত পাপমৃগ পশে।
নামের মৃগেন্দ্র যেন ধাইল সে আশে ॥

(হুলুধ্বনী হয়রে, জয়ধ্বনি হরিধ্বনি—)।

সমবেত হরিধ্বনি উঠে ঘন ঘন।
দূরে দেয় হুলুধ্বনি নাগরীর গণ ॥
নদিয়া নাগর ধায় ভুলা'য়ে আপনি।
নাগরীর গণ যত করে কাণাকাণি ॥

(তারা পরস্পরে করে কাণাকাণি, ঐ যায় গৌরগুণমণি—। এক সূর্য্যের উদয় হয় আকাশে, তাতেই ধরার আঁধার নাশে—। সে সূর্য্য আজ ধরায় প্রকাশে, তাইতে আলো দ্বিগুণ হাসে—)। কেহ বল্‌ছেন—(তার পাশে ঐ শশী ভাসে, আকাশ হতে নেমে এসে—)। অন্য কেহ বল্‌ছেন—(এতো সে রবি নয় সে শশী নয়। এ এক অভিনব রবিশশী সমবেতে হয়রে উদয়)। কেননা—

ঠুংরী। ৪

আকাশের সূর্য্য ভাই দাহ গুণ ধরে।
এ সূর্য্য সেবনে কেন প্রাণ-মন হরে॥
সে শশীর অঙ্গে ভাই কলঙ্কের রেখা।
নিষ্কলঙ্ক শশী এ যে দিব্যালোকে আঁকা॥

কেহ বল্‌লেন—এর আরও একটী বিশেষত্ব আছে।

সে রবি শশীর পরে কভু ঘন ঘিরে।
এ রবি শশীর পরে আবরিতে নারে॥

(আবরিতে নারে। বরং সরাইতে পারে। অজ্ঞান তিমিরে, প্রেমের কিরণ হরে—। আবার মায়া মোহ মেঘে, কি করিতে পারে ও ভাই—। উড়াইতে পারে, ত্যাগের বাতাস দিয়ে—)।

{ নদিয়ার ভাগ্যাকাশে অগণন ভক্ততারা মাঝে
নিমাই নিতাই রবি শশী সম দু'টী ভাই রাজে } ।

কেহ বল্‌ছেন—(এতো এক রবি নয় এক শশী নয়, যেন শত রবি শশীর সমবেত উদয়—)। অন্য কেহ বল্‌ছেন—তা না হয় হ'ল কিন্তু—(কে কোথায় দেখেছিস্ ভাই, রবি শশী এক ঠাঁই—)। পদকর্ত্তা

বলছেন—(অসম্ভব সম্ভব সাধে, প্রভুর শ্রীপদ প্রসাদে—। নইলে কেন নরধামে, ছেড়ে গোলক বৃন্দাবনে—। এদিকে কানা বলে ওরে কানী, কোথা গৌর গুণমণি—। কানী বলে কানা। বাহিরে কি হবে দেখে অন্তরে দেখ্ না)। পদকর্ত্তা বলছেন—(কানাই ভাল, কানাই যদি কাস ভাল বাহ্যচক্ষু—। আবার খোঁড়ী বলে ওরে খোঁড়া, যাচ্ছে কত ছোড়ী ছোড়া—। খোঁড়া বলে ওরে খোঁড়ী, গৌর নামে দে গড়াগড়ি—)। পদকর্ত্তা এবার বলছেন—(ওরে খোঁড়া ওরে খোঁড়ী, বাহিরে কেন দৌড়াদৌড়ি—। সে যে আমার সর্ব্বঘটে, বাহির অন্তর পটে—। আবার হাটে মাঠে ঘাটে ছোটে, গোরা আমার দয়াল বটে—)।

গড়খেমটা।

ও সে অন্তর বাহিরে পুরে বা সুদূরে নর বা বানর আগারে।
কিন্নর কান্তারে নগর প্রান্তরে খেচরে ভূচরে চরেরে॥
অমৃতে গরলে অনলে অনিলে সলিলে ভূধর মাঝারে।
পত্র-পুষ্প-ফলে গ্রহ তারা কুলে চতুর্দ্দশ ভুবনে ফেরেরে॥

(বিরলে বিহরে নারে, সমান ভাবে সবার পরে—। যে ডাকে যে ভাবে তাঁরে, সে ভাবে সে পায় তাঁরে—। হৃদয় তারে ভজলে তাঁরে, অনায়াসে যাবি পারে—)।

আজ নামের শক্তিতে উভয় পার্শ্বস্থ হিংস্রগণ হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করে দূর হ'তে অনিমেষ নেত্রে দর্শন করছে।

(সেই তো একদিন বৃন্দাবনে, বাঁশরীর স্বর শুনে—। বয়েছিল সেই যমুনে, উজান পানে আপন মনে—)।

আজও সেই প্রকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনপ্রাণ বিষয়কর্ম্ম হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হ'য়ে—

(ছুটেছেরে উজান পানে, কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনে—। আবার সেই সে বাঁশীর মধুর তানে, ধেয়ে যেতো ধেনুগণে—। ভাস্‌তো কভু আঁখি-নীরে, তৃণ জল সবই ছেড়ে—। রাধা নামে সাধা বাঁশী, শুন্‌লে হতো প্রাণ উদাসী—)।

[যেমন ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করে করে গমন কর্‌ছেন আর জাহ্নবী-দেবী কলকলস্বনে পশ্চাদনুসরণ করেন]—

সেইরূপ সবৎসে ধেনুগণ হাম্বা হাম্বা রবে এবং নগরের দূর প্রান্ত হতেও বিপুল জনস্রোত "হরেকৃষ্ণ' ধ্বনি করে করে মহাপ্রভুর অনুগমন কর্‌ছেন। বালক বালিকারাও আস্‌বার পথে সমস্বরে বল্‌ছে—

ঠেস্‌ কাওয়ালী। ৬

আয় ভাই সকলে হিয়ার দুয়ার খুলে
বাহুতুলে হই একতান।
গৌর নিতাই সনে মিলাইয়ে এক তানে
গাহি তাঁ'র নামগুণগান ॥
পাপ বিনাশন তাপ বিমর্দ্দন
হরেরাম হরেকৃষ্ণ রাম।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে
রসনায় জপি অবিরাম ॥

অপর দিক্ হতে অন্য একদল বল্‌ছে—

ঠুংরী। ৭

আয় আয় আয়না সবে নামের আহবে আয়।
ঐ দেখ্‌ চেয়ে কত পাপী তাপী আঁখিজলে ভাসে হায় ॥

ঘুচা'তে তা'দের দৈন্য দুঃখ মুছা'তে নয়নজল
আর কেহ নাই আর কিছু নাই নাম কেবল সম্বল ॥

(ভক্ত সঙ্গে প্রেম তরঙ্গে গৌর নিতাই যায়)। আয় আয় ইত্যাদি

জগাই মাধায়ের অত্যাচারে নগরবাসী যারপরনাই ভীত ও প্রপীড়িত। তাই বৃদ্ধেরাও আজ বল্‌ছেন—

আড় কাওয়ালী। ৮

মোহ ঘুম পরিহরি জেগে উঠ পুরুষ নারী
নামাহবে হও আগুয়ান।
কিসের করহ শঙ্কা বাজাও নামের ডঙ্কা
উড়াইয়ে বিজয় নিশান ॥

(বিজয় নিশান বিজয় নিশান বিজয় নিশান)। হও আগুয়ান ইত্যাদি

এতদ্দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন—শ্রীক্ষেত্রেও অস্পৃশ্য আছে, যবনের অনধিকার। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের এ ধর্ম্মে তা নাই। এই মর্ম্মে প্রচণ্ড প্রতাপশালী কাজি চাঁদ খাঁকে আলিঙ্গন দিয়েছেন। আজ আবার ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল বালক-বৃদ্ধ পুরুষ-নারী ভেদজ্ঞান রহিত হয়ে পাতকীগণকে উদ্ধার কর্‌বেন।

[২য় প্রবাহ]

{ কুরুক্ষেত্র মহারণে শ্রীকৃষ্ণ সারথি
কুরুকুল সংহারিতে পার্থ হ'ন রথী } ।

(আজ নবদ্বীপধামে, কুরুক্ষেত্র—, বৈরী কলির পাপ নাশনে—।
শ্রীগৌরাঙ্গ হন্ সারথি, নিত্যানন্দ মহারথী—)।

ভগবান ভক্তদাস নামের সার্থকতা রক্ষা কর্‌বার জন্যই নিত্যানন্দকে অগ্রে করে নিজে পশ্চাতে গমন কর্‌ছেন।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়নাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্॥ (কঃ উঃ)

এবার দৈহিক, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবত্রয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করে জগতে এক নূতন শিক্ষা প্রচার কর্‌ছেন। কলি রথে নিজের অযাচিত করুণাসনে উপবেশন করে নিজে সারথি ও নিত্যানন্দকে রথী করেছেন। আর অদ্বৈতাদি—

(ভক্তগণ হয় হয়েছে, উজ্জ্বল রসের রশি ধরেছে—। শৃঙ্গারের কাষ্ঠখানি, মদনের ছিলাযোজনী—। নামশর তায় ঝন ঝঙ্কারে, হরেকৃষ্ণ বলে টন টঙ্কারে—। যতই বর্ষে ততই বাড়ে, পূর্ণ প্রেম-তূণ-ভাণ্ডারে—। এক শরে যেন শত শর সরে, অধম পাষণ্ডী পরে—)।

[অজস্র বাণের টঙ্কাররূপ নাম-হুঙ্কার শ্রবণ করে, আর কি মাধাই আর কি জগাই রইতে পারে। সেই ভীষণ রৌদ্রমূর্ত্তিদ্বয় ক্ষীপ্রতা-সহকারে মার্ মার্ শব্দে যেমন গাত্রোত্থান করেছে] অম্‌নি অনতিদূরে জনৈক তান্ত্রিক তপস্বী বায়ুবেগে ছুটে এসে বল্‌ছেন—

কাম্বারী, খেম্‌টা। ৯

তোরা কাজ করিস্‌ না মাটী।
ওতো গিল্‌টী করা নয়কো সোণা আসলটী হয় খাটী॥
ছা'য়ে ঢাকা আগুন যেমন গৌরাঙ্গ হয়েছেন তেমন,
নররূপ করে ধারণ নবভাবের সৃষ্টি—
গোলক হ'তে এলেন এবার ধরায় দিতে মিষ্টি।

ভক্তির আধার প্রেমে গড়া তা'র ভিতরে ভাবের ভরা,
বিশ্বাস বেড়ায় আছে ঘেরা রাগের কপাট আটি—
শম আদি ছয় জন দ্বারী দয়ার পরিপাটী ॥
ক্ষণভঙ্গুর দেহের জোরে মানুষ দেখ্‌ছো পশুর থরে,
মত্ত হ'য়ে অহঙ্কারে ধর্‌ছো মদের বাটি—
ধরা যেন সরার মত ভাব্‌ছো কোমর আটি।
এই যে অর্থ এই যে বল থাক্‌বে বল কত কাল,
আস্‌বে যেদিন বিষম কাল আট্‌বে চুলের আটি—
ধর্‌বে ঘেটী কর্‌বে মাটী সার হ'বে কান্নাকাটি ॥
হরিনামে বাঁধ্‌রে কটি খুলে ফেলে কটির ধটী,
ছাড়্‌না মনের ময়লা মাটী মন করিয়ে খাটী
তারক বলে সময় থাক্‌তে ধর্‌না চরণ দু'টী ॥

(কটির বান্ধন ক'টীর আটে, কোটীর মধ্যে একটীর আটে—। আবার কোটী কোটীর কটি আটে, প্রেমামৃত পান করিলে—। আবার কটির বান্ধন ক'টীর খুলে, কোটীর মধ্যে একটীর খুলে—। কোটী কোটীর কটি খুলে, বিষয় বলে উঠ্‌লে ফুলে--)।

এ দিকে— জগাইরে মাধাইরে ভাইরে হরিবোল।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল ॥

বৈষ্ণবগণ এখনও দু'ভাই এর দৃষ্টি গোচর হন্ নাই।

এমন সময় জগাই অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কম্পিত কণ্ঠে বল্‌ছে—

[ভাইরে, মাধাইরে! কি আর বলিব তোরে? ভাইরে]—কেন (আপনি বেজে উঠেছেরে, আমার হৃদয়বীণে বিনে তারে—। এনাম

কোথা হতে এনেছেরে, নাম শুনে প্রাণ কেমন করে—। আমি কভু শুনি নাই; এমন মধুমাখা হরিনাম ও ভাই—)।

তবে আমি শুনেছি, তিনি যদি কৃপা করেন তা হলে—

ঠুংরী। ১০

পাষাণ মানবী হয় কাষ্ঠতরি সোণা।
যমুনা বহয়ে উজান করিলে করুণা॥
অন্ধেতে নয়ন পায় পঙ্গুতে পা তোলে।
বধিরে শ্রবণ করে বোবায় কথা বোলে॥ ঐ দেখ মাধা
নগরের কানাকাণী আর খোঁড়াখোঁড়ী।
কীর্ত্তনেতে এসে আজ যায় গড়াগড়ি॥

(দেয় গড়াগড়ি, কানা কানী খোঁড়া খোঁড়ী—; ছোড়া ছোড়ী বুড়ো বুড়ী—)। ক্রমে বৈষ্ণবগণ দৃষ্টি পথে পড়েছেন। (হরিবোল বোলরে প্রেমানন্দে; প্রেমানন্দে বাহু তুলে একবার হরি বোলরে মাধা)।

[আরতো মাধাই রইতে নারে! আরক্তরক্তিমাবর্ণ নয়নযুগল নিয়ত ঘূর্ণিয়মান হইতেছে। ধটী সাহায্যে কটীদেশ বন্ধন করিতেছে। বারম্বার বাহ্বাস্ফোটন, বৃথা আস্ফলন করে করে যেমন অগ্রসর হতেছে] অমনি জগাই ক্ষোভপূর্ব্বক: মাধাইকে বক্ষে ধারণ করে বলছে— ভাইরে!

(কালও শুনেছি এই হরিনাম, নাচে নাইতো দেহ মন প্রাণ—। আজ কেন ভাই এমন হলো, যেন মরমের মাঝে বিন্ধে গেলো—)।

নাম প্রচারার্থে হরিদাস এবং নিত্যানন্দ প্রত্যহ নগরে বহির্গত হতেন। গতকল্য জগাই মাধাই কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়ে গেছেন। যাহোক্—বৈষ্ণবগণ উভয়ের সম্মুখে এসে যেমন উপস্থিত হয়েছেন অমনি—

কেরে হারে ওরে বলে ছিনাইয়া মাধা।
কপালে মারিল নিতা'র কলসীর কাঁধা॥

কাঁধার বাড়ি খেয়ে নিতাই পড়ে ভূমিতলে।
শ্রীবাসাদি কৃষ্ণনাম দেন কর্ণমূলে॥

(হরেকৃষ্ণ বলে, নিতায়ে বেড়িয়া সবে—। নিতাইও বলে, প্রেমানন্দে বাহুতুলে—; হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ—)।

রুধিরাক্ত কলেবর দেখা নাহি যায়রে।
তবু বলে মারে নাই মাধা ভাই আমারে॥

(মারে নাই মারে নাই, এখন বাঁচিয়া আছি—। [মাধাই আমার বড় দয়ালগো] এমন দয়াল আর হবে না, দয়া করে প্রাণে মারে না—। মারিলে মারিতে পারে, করে নাই তা দয়া করে—)।

বিভাস দশকুশী। ১১

মার খেয়ে আজ নিত্যানন্দগো।
মার খেয়ে নিত্যানন্দ প্রেমে যেন পূর্ণানন্দ,
ভাবাবেশে হৈল জ্ঞান অন্ধ গো॥
কহিছেন যোড় করে কি বলিব মাধা তোরে,
তো সম দয়াল দেখি নাই গো।
মারিলি করিলি ভাল ভাঙ্গে নাই আমার কপাল,
যদি একবার হরিবল ভাই গো॥
মার খেয়ে নাম বিলাই যত ইচ্ছা মার ভাই,
তবু একবার হরিবল ভাই গো॥

(একবার হরি বল্‌রে মাধা, এ নাম লইতে কারও নাইকো বাধা—। এই হরিনাম নিতে হবে। ব্রহ্মার দুর্লভ হরিনাম মার খেয়ে মোরা দিতে হবে। হরেকৃষ্ণ কি বল্‌তে নারো, সকল কথা বল্‌তে পারো—)।

গড় খেম্‌টা। ১২

দিবস রজনী আবল তাবল পচাল পড়িতে পার।
তাহার মাঝারে কখন কেন কি গোবিন্দ বলিতে নার॥
(নাম কি তোমার লইতে নাইরে, সবাই লইতে পারে—)।
পাখীকে যে নাম লওয়াইলে লয় শুক-সারী আদি যত।
তা' হ'তে কি তুই অধম হইলি এ আর কেমন মত॥

(আমি দেখি নাই কখন, পাখী হতে মানুষ অধম—। দেখ না চেয়ে, জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো—। ডুবিয়ে যাবে, আয়ুসূর্য্য হয়তো এখন—, মহাকাল মেঘের তলে—। কবে বা হবে, যদি এইভাবে দিন চলে যাবে—)।

অমৃত বলিয়া গরল ভখিলি দহিলি দেহের জারে।
দেবতা ভরমে দানব ভজিলি মজিলি করম ফেরে॥
ঐছন ধরমে মরম মিলাহ করহ সাধুর সঙ্গ।
ভনয়ে তারক ভক্তি জিউভা দিয়া পিয়াও প্রেমের রঙ্গ॥

[বিনোদিনী রাই, রাইগো—। ওগো রাধে, রাধেগো]

(রাধা নামের বাদাম তুলে, দেহতরি দাও না খুলে—। ভয় পেওনা, ভবনদীর তুফান দেখে—। কূল পাবে না, ভয় পেলে ভাই—; হাল ছেড়ে বেহাল হইলে—। পাছে ডুবে বা যাবে ভরা সমেত ভাসান তরি—)।

[ছেড়ে দে ছেড়ে দে খেলা, ঐ দেখ—বেলাতো ফুরালো]।

(তোর এমনি দিন কি যাবে বলো, সময় থাকতে হরিবোল বল—। ভয় রবে না, ভবপারে যেতে ও তোর—। ও ভাই হরিবোল, আরতো কিছু নাই সম্বল—)। যেদিন—

যাবি যমঘর এই সাধের ঘর কোথায় পড়িয়ে রবে।
আট্‌টী কুঠরী নয়টী দরজা ভাঙ্গিয়ে চুর্‌মার হ'বে॥
(ভাঙ্গিয়ে চুর্‌মার হবে—)।

[ভুড়ি হবে মড়ি খস্‌বে লম্বা দাড়ি, কর্ম্মে সঙ্গে আড়ি] ভাইরে
(হাওয়ায় উড়িয়ে যাবে ঘুড়ি গাড়ী বাড়ী—, ও তোর ছড়ি ঘড়ি তেড়ি—)।

(সুরান্তর) ১৩

হরিনাম পরিহরি পরিণাম না বিচারি,
অকূলে ডুবা'লি তরি বোঝাই ভারি নিয়ে।
ছাড়্‌না ঐ মদের নেশা কাম কামিনীর গন্ধ পেশা,
কাচ-কাঞ্চনের আশা ভরসা ছা'য়ে ঢাকা দিয়ে॥

(কেন মর ডুবে, বিষয় বিষের কূপে—। কেন রূপের মোহে, মজে আছ মুগ্ধ হয়ে—)।

খাঁটীরূপ এক অপরূপে সেরূপ নাই ঐরূপে,
পরিণামে এইরূপে পূতি-গন্ধ ঝরে।
সেই যে এক খাঁটীরূপ কভু নাহি হয় বিরূপ,
দেব-ঋষি-ভক্ত-ভূপ মন-প্রাণ হরে॥

(হরণ করে, চরণগুণে ভক্তগণে—। ভালবাস না, যাঁহার যৌবন যাবে না তাঁরে—। ধন জন যৌবনের নয়, ভোজের বাজি ভ্রান্তময়—। সে যে নিত্য সত্য পূর্ণ পূত, সংচিত্ত আনন্দময়—)।

[আর কি জগাই রইতে পারে? বলে—মাধাইরে, ভাইরে]

ঝাপ্‌তাল। ১৪

এমন দয়াল কোথায় মিলে মার খেয়ে নাম বিলায়।
সব বেদনা ভুলে গিয়ে হরি বলে নাচে গায়॥

হরেকৃষ্ণ হরি বলে প্রেমানন্দে বাহু তুলে,
নাচি এস দু'ভাই মিলে পাপীর হিয়ায় কেমন মানায়।
(থাকিয়ে দুষ্কর্ম্মে রত মহাপাপে কলুষিত, জীবনের অর্জ্জিত যত সব সঁপে দেই নিতারই পায়)॥

এবার জগাই গলবস্ত্র হয়ে করযোড়ে বলছে—ঠাকুর, আমিতো তোমায় চিনি না! মাধাই রুক্ষকণ্ঠে ভ্রূকুটি করে বলে উঠেছে—ও ঠাকুর, ওতো চিনি না আর আমিও তোমার সে মিছরী বাবা নই। এই মদের বোতল দেখ্‌ছো? অপমানী না হতেই সোজা পথে সরে পড় বাবা। এই বলে পুনরাক্রমণের জন্য দক্ষিণ পদ নিক্ষেপ করে যেমন বাম পদ উত্তোলন করেছে, অমনি জগাই জোরপূর্ব্বক: মাধায়ের হস্ত ধারণ করে বীরস্বরে বলছে শোন্ মাধা, এবার যদি ঠাকুরের গায়ে হাত তুলেছিস্ তোর ভাল হবেনা এই বলে মহাপ্রভুর পদতলে পতিত হয়ে বলছে—প্রভুহে প্রভুহে প্রভুহে!

(মাধাকে আজ ক্ষমা কর, আমার প্রতি দণ্ড ধর—। আমরা বড় অপরাধী, তুমিতো কৃপাবারিধি—)।

মহাপ্রভু জগাইকে বারম্বার আলিঙ্গন দিচ্ছেন, আর বলছেন—কোনও ভয় নাই। যত পাপ-ভার সবই আমার মাথায় তুলে দে। এদিকে হরিদাস বলছেন—

(একবার মুখে বোল হরিবোল, ঘুচ্‌বেরে তোর ভবের গোল—। হরি হরি বল ভাইরে, তুই যাবি গোলকধাম পাবি মোক্ষকাম—)।

[তত্ত্ব প্রবাহ।]

জগাই প্রশ্ন করলেন—ঠাকুর, হরি বললেই কি সব হবে? মহাপ্রভু উত্তর দিলেন—

{ একবার হরিনামে যত পাপ হরে।
জীবের সাধ্য কি জীবনে তত পাপ করে॥ }

(আরতো জগাই রইতে নারে, প্রেমাশ্রু নয়নে ঝরে—। বোল হরিবোল হরি বলে, প্রেমানন্দে দু'বাহু তুলে—। হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরিবোল)।

জগা'য়ের প্রেমোদ্দীপনা দর্শনে মাধাই মোহ মুক্ত হয়ে নির্ব্বাক্ অবস্থায় দাঁড়ায়ে আছে এবং নিরব'চ্ছন্ন নয়নজলে প্লাবিত হয়ে বলছে—

গড় খেম্‌টা। ১৫

হরিতে আমি কেমনে যাইব পারে।
দাদাগো আমায় নিয়ে চল সাথে করে॥ আমি
অতি অভাজন না জানি ভজন না জানি পূজন বিধি।
জানি না কেমন সে শিক্ষা সাধন ওহে গৌর-গুণনিধি॥ আমি

(কিবা জানি, তোমার পূজার—, ভজন বিহীন অতি দীনহীন—। আমি জানি না জানি না, সাধন তত্ত্বের বিধি—)। প্রভুহে আমার—
মানস গগনে কাম আদি ঘনে
ঘিরে সর্ব্বক্ষণ সে ঘন তিমিরে।
তা'তে হতাশ বাতাস করিছে উল্লাস,
বহে বারমাস নিশিদিন ধরে॥

(বিরাম নাই, অজ্ঞান তিমিরে হরে—। নাইকো বিরাম, বারমাস বহে অবিরাম—। কুসঙ্গ তরঙ্গ অঙ্গে, মোহ স্রোত একসঙ্গে—। রঙ্গে ভঙ্গে কত রঙ্গে, নৃত্য করে আমার সঙ্গে—। প্রভুহে—কি করিবে হরি অপার সাগরে, ভক্তিরজ্জু বিনে প্রবৃত্তি বাদামে—)।

জগাই মহাপ্রভুর কৃপাসংস্পর্শে দিব্য জ্ঞান লাভ করে বলছেন দেখ্ মাধা, অতো ভাবিস্ না। ভগীরথ গঙ্গা এনেছিলেন—পূর্ব্বপুরুষ উদ্ধারের

অঙ্গ। দুর্জ্জয় রাবণ রামের বৈরী হয়ে মাত্র সবংশকেই উদ্ধার করেছিলেন। আর আজ হতে আমরা সাধুসঙ্গে হরিনাম করে করে বিশ্ববাসীকে উদ্ধার কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বো। মাধাই বল্‌লেন—

কাওয়ালী। ১৬

সাধুজন সঙ্গ মোর অঙ্গ নাহি চায়রে।
নাম গন্ধ বিনা গানে রসনা মজায়রে॥
সদা মত্ত নাসা মোর পাপপূতি গন্ধে।
বসে নাগো মনোভৃঙ্গ নাম মকরন্দে॥

(হরিগুণ গানে, শ্রবণ বধির যেন—। নয়ন আনন্দে, নানা বিভীষিকা হেরে—)।

বিলোম একতালা কিম্বা ডাস পাহাড়িয়া। ১৭

সখ্য শান্ত দাস্য আদি পঞ্চজন ঘোর বিবাদী,
অষ্টসিদ্ধি সাধিল তায়গো।
দেহ ঘরের দ্বারী যা'রা শম দম ত্যজ্‌লো তা'রা
কামাদির বিষম তাড়নায়গো॥ পদকর্ত্তা বলছেন

(সুধা হয় বিষময়, বিষ হয় সুধাময়—। রক্ষক ভক্ষক হয়েছে; আপন কর্ম্ম দোষে রে ভাই—)। এমন কেন হয়? (ব্যবহার দোষে। সকলই দোষে। আবার ব্যবহার গুণে। গয়লার বাধা রয়েছিল শ্রীনন্দনন্দনে। দৈহিক জগতে দেখা যায়—

প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা হিনস্ত্যসূন্।
বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম্॥

মহাপ্রভু বল্‌ছেন—ভাই নিতাই,

(স্নান করায়ে গঙ্গাজলে, নাম দাও ওদের কর্ণমূলে—। চন্দন তিলক ভালে, তুলসীর মালা পরাও গলে—। বিবিধ কুসুমদলে, সাজাও সবে কুতূহলে—।' জয়রাধে শ্রীরাধে বলে, নাম দাও ওদের কর্ণমূলে—)।

মাধাই জিজ্ঞাসা করলেন—এ সব বহিরঙ্গের ব্যাপারে কি হবে ? মহাপ্রভু বললেন—বহির্জগৎ অন্তর্জগতের প্রবেশ-দ্বার। মানুষের ভক্তি-বিশ্বাস সহজে প্রগাঢ় হ'তে পারে না তজ্জন্য এই সমস্ত সদনুষ্ঠানের অনুগত হতে হয়। জগাই পুনরায় বললেন—তা হ'লে ভক্তি-বিশ্বাসই মূল। পদকর্ত্তা তার উত্তরে বলছেন—প্রেম-ভক্তিবিহীন ব্যক্তি ভগবানকে লাভ করতে পারে না। তার প্রমাণ—

কাহার্বা, বেহাগ-খাম্বাজ। ১৮

তুলসী পিঁদে হরি মিলেতো তোমায় পিঁদে তুলসীঝাড়্।
পাথর পিঁদে হরি মিলেতো তোমায় পিঁদে পাহাড় ॥
নীচ্ মাহেনেসে হরি মিলেতো জলজন্তু হৈ।
ফলমূল খাকে হরি মিলেতো বাদুর বন্দরৈ ॥
তীরণ্ ভখনকে হরি মিলেতো বহুৎ মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলেতো বহুৎ রহে হ্যায় খোজা ॥
দুধ্ পিহেকে হরি মিলেতো বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেমসে ন মিলে নন্দলালা ॥

(নন্দলালা মিলাওয়ে: প্রেমফাঁসিসে লাগাওয়ে—। মীরা কহে প্রেমসে বিনা, নহি মিলে নন্দলালা—)।

এদিকে সেই তান্ত্রিক তপস্বী আড়ালে দাঁড়া'য়ে সবই দেখছে আর চিন্তা করছে— [হায় হায়! আমি কি পাষণ্ড অপগণ্ডী নরাধম নরপশু! সেই একদিন পেয়েছিলাম, হারায়েছি। আজ আবার পেয়ে হেলায় হারাতে বসেছি] তাই মহাপ্রভুর শ্রীচরণে শরণাপন্ন হয়ে বলছে—

ত্রিতাল, মধুকা'ন। ১৯

ওহে গৌর গুণমণি অনন্ত জলধি তুমি,
ধ্যানে কত দেব মুনি নাহি পেলো চরণখানি—
সে চরণ কি পাবো আমি সাধন ভজন নাহি জানি।
আমি অতি মূঢ়মতি নাহি জানি স্তবস্তুতি,
নিজগুণে ও শ্রীপতি অন্তে মোরে দিও মুক্তি—
করি আমি এই মিনতি অন্য আশা নাহি গণি॥

[প্রভুহে! ওগো পতিত জনার বন্ধু, হরি তুমি]—

(পতিতের বন্ধু, কৃপাসিন্ধু তুমি হরি—। কৃপা করে দাও হে আমায় তা'রই একবিন্দু॥ অতিমূঢ়মতি, কি হ'বে আমার গতি—। গতি পতি তুমি বই নাহি অন্য গতি॥ অপায়ের উপায়, দয়া করে দাও হে পদ—। নইলে বলো আর কে আছে আমি নিরাশ্রয়॥

আমার গতি কি হবে, অগতির গতিপতি—। আমি অতি মূঢ়মতি, কি হবে আমার গতি—। উপায় কি হবে, অপায়ের উপায় বিনে—)।

মহাপ্রভু বল্‌লেন—নির্লিপ্ততা অর্থাৎ শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণই একমাত্র উপায়। এই উপায় অবলম্বনের প্রধান সোপানই কীর্ত্তন। অতএব সবই সেই সর্ব্বময় মঙ্গলময়ের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করে সংসার ধর্ম্ম রক্ষা কর। শুদ্ধ শান্ত চিত্তে নিত্যনিয়মিত কীর্ত্তন কর। তা'হলে সবই হবে, সবই পাবে। তপস্বী বল্‌লেন—

(একদিন আমি পেয়েছিলাম, কোন্ জন্মের কোন্ কর্ম্মফলে—। পেয়ে রত্ন হারাইলাম, না জানি কোন্ অপরাধে—। আজ আমার কোন্ পুণ্যফলে, আপনি এসে উদয় হলে—)।

ঠুংরী। ২০

নিশি নাহি পোহাইতে দেখিনু আচম্বিতে,
ঘনঘুমে ববে অচেতন হায়রে।

সূর্য্য সমান এসে দাড়া'ল আমার পাশে,
উজলিল সমগ্র ভুবন হায়রে ॥
[পুরুষ প্রধান এক]—
স্বরণ বরণ তাঁ'র রক্তবিম্ব ওষ্ঠাধর,
বঙ্কিম নয়ন সুশোভন হায়রে।
নধর গঠন কিবা বয়সে নবীন যুবা,
তাহাতে ভঙ্গিম মনোরম হায়রে ॥
(তুলনা নাইরে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামের— ; বঙ্কিম নয়ন ভঙ্গীর— ; অধরে মধুর হাসির— ; তুমি বই আর তাঁর— । ঝলমল করে, তিলক চন্দন— ; তাঁর কপাল শুণে ; ঝলমল ঝলমল—) ।
চন্দন তিলক ভালে তুলসীর মালা গলে,
নামাবলী শোভে অনুপম মরিরে ।
করেতে দণ্ডক তাঁ'র কৌমগুলু ছিল আর,
তা'তে বহির্ব্বাস পরিধান মরিরে ॥
(ছিল না এহেন বেশ, মুণ্ডিত মাথার কেশ— । এ দেখি বৈষ্ণব-বেশ, কোথা সে সন্ন্যাসবেশ— । কেন আজ হেন বেশ, ছাড়িয়ে সন্ন্যাস বেশ—) ।
আমার মনে হয় তুমিই যেন সেই মহাপুরুষ । যা'হোক, তিনি বল্লেন—
(ভজনা করে, পরপুরুষ— , তোমার ঘরণী— । তবে কেন তুমি কিসের তরে, ডুবে আছো এই মায়া সংসারে—) ।
তাই আমি মনোদুঃখে গৃহত্যাগী হয়েছি । মহাপ্রভু বল্লেন—
(পরপুরুষ ভজনা করে, কটী এমন ভবের পরে— । ভজার মজা সেই পেয়েছে ; পরপুরুষে যাঁর মন মজেছে— । পরপুরুষ পরমপুরুষ, তুমি

পুরুষ বৃথা পুরুষ—। তুমিও সে পুরুষ ধর, মুখে হরি হরি বল—)।

তপস্বী পুনর্ব্বার বল্‌ছেন—মহাপুরুষ বিদায়ের পথে আরও বল্লেন—জগাই মাধা'য়ের পাপ পূর্ণ হয়ে এসেছে। তুমি অচিরেই তাদের ধনে ধনী হবে। সেই অবধি আমি এই ছদ্মবেশে নিকটেই অবস্থান কর্‌ছি আর ভাব্‌ছি কতদিনে ওদের কাল পূর্ণ হবে, কতদিনে ওদের সঞ্চিত অর্থের অধিকারী হব। মহাপ্রভু এবার কৃপাপরবশ হয়ে বল্‌ছেন—তোর ভাগ্য অত্যন্ত সুপ্রসন্ন। অতএব

ছোট দশকুশী। ১১

স্নান করে আয় গঙ্গাজলে নাম দিব তোর কর্ণমূলে।
জগা-মাধার ধনে ধনী হবিরে তুই ভাগ্যবলে॥

এতদিন এই ছদ্মবেশই আমায় রক্ষা করেছে। কাচ অন্বেষণ কর্ত্তে কর্ত্তে এই কাঞ্চন প্রাপ্তির অন্যতম কারণই ছদ্মবেশ।

ছদ্মবেশের এই ফল, না জানি প্রকৃত বেশের ফল আরও কত অমৃতময়। তপস্বী এই প্রকার জল্পনা কল্পনা কর্‌তে কর্‌তে জগাই মাধাই ও গৌরপ্রিয়গণ সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে গমন কর্‌লেন—আর নিত্যানন্দ তিন জনকেই—

স্নান করা'য়ে গঙ্গাজলে নাম দিল তা'দের কর্ণমূলে।
বাহুতুলে প্রেমানন্দে নেচে গেয়ে হরিবলে॥

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥

সন্ন্যাস।

(৯ম প্রস্তাব)

আজ কুলাঙ্গনাগণ বারি বহনাদি কার্য্য সম্পন্ন করে মুক্ত বাতায়নে মৃদুমন্দ প্রবাহিত সান্ধ্য সমীরণে উপবেশন করে বিবিধ সাজে সুসজ্জিতা হচ্ছেন আর মনে মনে সন্ধ্যাদেবীর আগমন প্রার্থনা কচ্ছেন।

একতালা। ১

এস এস সন্ধ্যাদেবী পরি নীলশাড়ী।
আঁচল পাতিয়া বস বাড়ীঘর যুড়ি॥
তারকার ফুলহার পর সখি গলে।
চাঁদের সিন্দুর বিন্দু টিপ দিয়া ভালে॥

(সৌদামিনী সীথির ধর, মন্মথে মন মথি হর—। পথ পানে চেয়ে আছি গো, তব শুভ আগমনে—)।

তব শুভ আগমন পথ-পানে চেয়ে।
ধূপ দীপ সন্ধ্যাসাজ রেখেছি সাজা'য়ে॥
গোলাপ বকুল জাতি মালতী মল্লিকা।
গন্ধরাজ শেফালিকা কেতকী যুথিকা॥

(বিবিধ সম্ভারে, কস্তুরী কর্পূর কুঙ্কুম—। তুষিব তোমারে, মন্মথে মিলিত হয়ে—)। বিরহিণীরা মনে কর্চ্ছেন—(পঞ্চবাণ পঞ্চপ্রাণে, প্রখর প্রতাপে হানে—)। উন্মাদনঃ সম্মোহনঃ শোষণস্তাপনস্তথা। স্তম্ভনশ্চেতি শারকাঃ পঞ্চ বৃত্তিপতেঃ স্মৃতাঃ। পঞ্চাত্মা পঞ্চবায়ুঃ প্রাণাপানসমানোদানব্যানস্তদ্বৎ।

(একে অনঙ্গের শরজালে, অহর্নিশি অঙ্গ জলে—। তাতে দিনমণির তাপানলে; দুই যোগে এক যোগ মিলালে—)। সন্ধ্যাদেবী মনে করছেন—(অনলে অনিল মিলেছে, আরকি তাপীর উদ্ধার আছে—। শীতল কায়ার ছায়া ভাল, তাপিত হিয়া হয় শীতল—)। পদকর্ত্তা বলছেন—(তাতে আগুন দ্বিগুণ জলে, বঁধুর দেখা নাহি পেলে—)।

মদনের এক একটী বাণ এক একটী ভাব বিশেষ। ইহাদের মিলিত অবস্থাই মহাভাব। মহাভাবের ঘনীভূত অবস্থাই "রা।" রা শব্দে শ্রী অর্থাৎ উজ্জ্বল। ইহা রসবিশেষ। এই "রা" কে ধারণ করেন বলিয়াই শ্রীমতী "রাধা।" ইনি নিত্যা, পূতা, পূর্ণানন্দময়ী, হ্লাদিনীশক্তি। সূর্য্যের দাহিকা শক্তি থাকলেও যেমন আতসী পাথরকে অবলম্বন না করে প্রকাশ পেতে পারে না তদ্রূপ রাধাশক্তি শৃঙ্গার-রসের মূর্ত্তি অর্থাৎ কৃষ্ণকে আশ্রয় না করে প্রকাশ পেতে পারেন না। যাহোক্—

[আজ মহাপ্রভুর মনে কি ভাবের উদয় হল। লোহিতবরণ বিজড়িত পশ্চিম গগণতলে মন্থরাতিমন্থর বেগপ্রবাহমানা স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথীর উপকূলে উপবেশন করে মলয়-হিল্লোল-দোলিত বাসন্তীর নবপত্রিকা সদৃশ কম্পিতকণ্ঠে হরিদাস এবং নিত্যানন্দকে কহিতেছেন—ভাইরে],

(মরমের কথা কারে বা কব, গৃহ ছেড়ে সন্ন্যাসী হব—)।

কাওয়ালী। ২

সত্যযুগে যুগ-ধেনু জীব-সন্নিধানে।
সতত ছিলেন বান্ধা সত্যের কারণে॥
ত্রেতায় ত্রিপাদ হ'লেন একপাদ ছাড়ি।
দ্বাপরে দ্বিপাদ শূন্য, দ্বিপাদবিহারী॥

(এক পায়ে কি চলন চলে, দেখ্না দুনয়ন মেলে—। কলিতে চলিতে নারে, নিশিদিন তাই আঁখি ঝরে—)।

কলির দুর্গতি হেরে সহিতে না পারি।
সন্ন্যাসী না হ'য়ে বল কিবা আর করি॥

(এতো এক জগা নয় এক মাধা নয়, জগা মাধা এ বিশ্বময়—। তাই ভেবেছি দ্বারে দ্বারে, যাবো এবার দণ্ড ধরে—। ঘরে ঘরে ভিক্ষা চাব, ভিক্ষার ছলে জীব উদ্ধারিব—)।

কলির প্রতি সত্যের ভাব প্রতিষ্ঠা করাই স্থির সিদ্ধান্ত। শ্রীভগবান পূর্ব্বাবতারে গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করেছিলেন কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপর আর এবার নাম দণ্ডের উপর প্রেম-চক্র সংস্থাপন করে পাপীর পাপভার বহন করতে হবে। হরিদাস প্রভু বল্ছেন—

এহেন সঙ্কল্প কভু না কর নিমাই।
যুবতী রমণী ঘরে আরও আছে মাই॥

(মোহ যদি ছাড়ি গেহ, মা কি তোমার রাখ্বেন দেহ—। বিষ্ণুপ্রিয়ার বল কি হবে, আত্মহত্যায় জীবন যাবে—)।

মাতৃহত্যা মহাপাপ তোমাতে ঘটিবে।
স্ত্রীবধ পাতক বল কে আর খণ্ডা'বে॥

(খণ্ডাইতে পারে, মহাপাপের ফল কেবা—)। পদকর্ত্তা বল্ছেন—(ব্রহ্মাও পারে না, কর্ম্মফল নাশিতে—। নাশিতে আসিতে নারে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—। শাসিতে সবাই পারে, কর্ম্মফল কেউ নাশিতে নারে—)।

নিমাই বল্লেন—কত লোকের স্বামী পুত্র অর্থের জন্য কত দূরদেশে যাত্রা করে। হয়ত: জীবন পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দেয়। তার

পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নি স্ত্রী প্রভৃতি কি করে জীবন ধারণ করে? বিশেষতঃ আমিতো সে সামান্ত অর্থের জন্ত নয়, পরমার্থের জন্ত—।
এবার বল্‌ছেন নিত্যানন্দ—

জান মা গো দাদা তুমি নারীকুল হৃদি।
কত কোমলতা দিয়ে গঠেছেন বিধি॥

(আর কেউ জানে না, যাঁর হৃদি সেই জানে—। আর জানে বিধি, গঠেছে যে সেই হৃদি—)।

নিমাই বল্লেন—মাতৃবধ স্ত্রীবধজনিত মহাপাতকে শাশ্বতকাল নিরয়গামী হব দুঃখ নাই, যদি অনন্তকোটী জীবের উদ্ধারের উপায় সাধন কর্‌তে পারি। জীবে দয়া, নামে রুচি—এইই আমার মহামন্ত্র। অতএব—

ঠুংরী। ৩

শুন শুন ভাই নিতাই শুন হরিদাস গোঁসাই,
শুন কহি তোমাদের ঠাই ভাইরে।
মায়ের নয়নানন্দ হৃদাকাশে পূর্ণচাঁদ,
আমি বিনে জগৎ অন্ধকার ভাইরে॥
[সবেমাত্র প্রাণধন]—তাই তোমরা
(মাকে ডেকো মাবোল বলে, নিমাই নিমাই নিমাই বলে ব্যাকুল হলে—।
যেন কান্দে না কান্দে না, নিমাই নিমাই নিমাই বলে—)।
এক নিমাই হারা হবে শত নিমাই মা বলিবে,
এই বাসনা পূর্ণ কর ভাই ভাইরে।
আর এক কথা শুন বিষ্ণুপ্রিয়া ধনি যেন,
জাহ্নবীর জলে নাহি যায় ভাইরে॥
[একা একি কভু যেন]—

(পাছে ডুবে বা মরে, বিরহ জ্বালায় জলে জলে—। বরং এই বলিও, বিরহ অনলে অধীর হলে—। সতী নারীর গতি পতি, ধ্যান ধারণা ব্রত রতি—; পূজা অর্চ্চনা ভোগ আরতি—)।

পঞ্চম শোয়ারী। ৪

অস্থি মজ্জা শিরা মাঝে যথা রক্তবিন্দু রাজে,
তথা সতী দেহে পতি রয় ভাইরে।
অনন্ত যৌবন সাথে মত্ত হ'য়ে পতি-পদে,
মতি যদি কোনও দিন হয় ভাইরে ॥
[ও তার বাহির ছেড়ে অন্তরেতে]
বিরহে মিলন হয় গরলে অমৃত রয়,
এই মর্ত্ত স্বর্গধাম হয় ভাইরে।
আহার বিহার তা'র অসার সংসার আর,
দেহ গেহ নাহি রয় ভাইরে ॥
[আনন্দ আনন্দ বই তার]

(সংসার সীমান্তে পরা, প্রকৃতির প্রেমধারা—। সে ধারা অমিয় ধারে, ধরার পাপধারা যে ধৌত করে—)। তাই বলি—

[ভাইরে ভাইরে, আর কি বলিব আমি বলিবার কি আছে]।

(বিদায় আমায় দিও সকলে, যাবো আমি হরি হরি বলে—। জীবের অনুকূলে, দুই বাহু তুলে—। নাম নিয়ে ভাই ঘরে ঘরে, দিতে পারি যেন অকাতরে— ; এই আশীর্ব্বাদ দিও শিরে—। অন্য আশা নাই অন্তরে, নাম বিলাবো দ্বারে দ্বারে—)।

ত্রেতায় বনবাস, এবার সন্ন্যাস! শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করে পিতারই উপকার করেছিলেন, আর আমি আত্ম-সত্য রক্ষা করে জগতের

উপকার করবো। সীতা স্বামী-সেবা করে এবং লক্ষ্মণ ভ্রাতৃ-ভক্তি দেখায়ে মাত্র নিজেকেই ধন্য করেছিলেন আর এবার তোমরা হরি-নাম দান করে ও বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর-নাম সেবা করে সমগ্র জগতকে ধন্য করবে। সুতরাং—

(এই করিও, ঘরে ঘরে হরিনাম দিও—। নাম করো ভাই উচ্চৈঃস্বরে, জড়ের চৈতন্য তরে—)।

পূর্ব্বপূর্ব্ব অবতারে শ্রীভগবানের রাজদণ্ড ধারণ, আর এবার সন্ন্যাসদণ্ড ধারণ করে রক্ষণ, শাসন ও পরিচালন। পাষণ্ডগণের বধ-সাধন করে উদ্ধার, এবার প্রেম-ভক্তির আলিঙ্গনে জীবন্তে মুক্তিদান। পদকর্ত্তা বলছেন—

কাওয়ালী, মিশ্র খাম্বাজ। ৫

—জীবনে মরণে শয়নে।

স্বপনের সনে কিম্বা জাগরণে রেখো প্রভু তব চরণে॥

আনন্দের নিধি প্রেমের বারিধি আমি আর তুমি দু'জনে।

চির সম্মিলনে রেখো শ্রীচরণে হৃদয়ে হৃদয়ে নয়নে॥

আমিও তোমার তুমিও আমার তুমি আমি সাধ্য সাধনে।

আর কেহ নাই আর কিছু নাই বিষয় বিষের ভবনে॥

(দিও প্রভু এই অধিকার, যেন বলতে পারি তুমি আমার আমি তোমার—। আমি তোমার ভজন সাধনে, তোমার চরণ আমার নিদানে—। হে আমার চির সোয়ামী, আমিতো তোমার নিত্য ঘরণী—)।

অবলা সরলা কি জানে এ খেলা নিজগুণে রেখো চরণে॥

(বিশিষ্ট পূর্ব্বাভাস)

এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া সান্ধ্য-স্নানান্তে গৃহে এসে সজলনেত্রে বলছেন—[মাগো মাগো মাগো]! (আমি কি শুনিলাম, সুরধুনীর তীরে—।

আবার কি দেখিলাম, সুরধুনীর তীরে—। কি দেখিলাম কি শুনিলাম, কাল ঘুমের ঘোরে আজ গঙ্গাতীরে—)।

রোরুদ্যমানা বিষ্ণুপ্রিয়াকে শচীমাই কি বলবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। বিষ্ণুপ্রিয়া পুনর্ব্বার বললেন—

(আমি কভু শুনি নাই, নিত্য নূতন কতই শুনি এমন—। কভু দেখি নাই, নিত্য নূতন কতই দেখি এমন—)।

শচীদেবী বললেন—নিত্যই যখন নূতন দেখো তখন এও একটা কিছু নূতন হ'ল। বিষ্ণুপ্রিয়া তথাপি বললেন—মা, আজ আমার কাণের—

(কর্ণফুলটী হারাইলাম, সুরধুনীর জলে যেয়ে—)। শচীমাই বললেন—আমরাও (অমন কত হারায়েছি মা, ওতে কিছু যায় আসে না—)।

বিষ্ণুপ্রিয়া এবার বলছেন—কাল হতে আমার দক্ষিণ চক্ষুটা নিয়তই স্পন্দিত হচ্ছে। একি! এখন যে আমার সর্ব্বাঙ্গই কম্পিত হচ্ছে, মা! শচীমাতা ও মনে মনে চিন্তা করছেন তাইতো? আমিও কাল হতে—

(কি যেন কি হারাই হারাই, কোথা গেল আমার প্রাণের নিমাই—)।

এমন সময় নিমাই গৃহে আগমন করেছেন। মাতা জিজ্ঞাসা করলেন—তোর মুখখানা অমন মলিন দেখ্‌ছি কেন নিমাই? নিমাই উত্তর করছেন—যে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বক্ষে ধারণ করে-ছিলেন, আমি সেই ব্রাহ্মণের বাক্য লঙ্ঘন করতে বসেছি। তুমি জাননা মা, একদিন গঙ্গার ঘাটে জলক্রীড়া করছিলাম আমার পায়ের জলে এক ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাভঙ্গ হয়। তাই তিনি আমায় অভিসম্পাত করেছিলেন—

বিরোম একতালা। ৬

কোথা হ'তে এল উড়ে নদিয়া বসিল জুড়ে,
এখন গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা করা দায় গো।

পোড়ার মুখো লক্ষ্মীছাড়া   না হ'লে এ নদে ছাড়া,
নদেবাসীর কি হ'বে উপায় গো॥

(উপায় কি হবে, নদে ছাড়া না হইলে নদের—। শুধু নদে বলে নয়, উদ্ধারিব বিশ্বময়—)।

শচীমাই বল্‌ছেন—নিমাই, ব্রহ্মশাপ মিথ্যা হয় না। কাজীকে যেদিন আলিঙ্গন দিয়েছিলি, সেইদিন হতেই লোকে তোকে পোড়ার মুখো বলে গালি দেয়। তারপর লক্ষ্মীছাড়া হতেও তো তোর বাকী নাই। নিমাই বল্‌ছেন—লক্ষ্মীর বিয়োগে আমি লক্ষ্মীছাড়া কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্ত্রীই হ'লেন লক্ষ্মী। না হয়—

মানি আমি লক্ষ্মীছাড়া   কিম্বা কহ মুখপোড়া,
নদে ছাড়া কভু আমি নইগো।

শচীমাই বল্‌লেন—তবে কি নিমাই সত্যি সত্যিই নদে ছাড়্‌বি ? গৃহত্যাগী হবি ? নিমাই নিমাই,—নিমাই মাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—

হুই হ'বো নদে ছাড়া   কভুতো নই তোমা ছাড়া,
তুমি মাতা আমি পুত্র হইগো॥

(আমি কভু ছাড়া নই, যুগে যুগে তোমার হয়ে রই—। আর কভু রবো না, তোমায় ছেড়ে অন্যে আমি—)।

শচীরাণী নিমায়ের কথার গুঢ় রহস্য না বুঝেই আশ্বস্তা ও সন্তুষ্টা হয়ে আশীর্ব্বাদ দিলেন—নিমাই তোর মনোবাসনা পূর্ণ হোক্।

[২য় প্রবাহ]

{ একে একে গত হ'য়ে যায় কিছুদিন।
প্রবোধ না মানে আজ গৌরাঙ্গের মন॥ }

(বলা হবে না, যাত্রা করবার কথা মাকে—। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিদ্রা-কালে, যাত্রা করবো জয়রাধে বলে—। নইলে যাওয়া যাবে না, কুহক মায়ার স্বপন ছেড়ে—। সে যে মায়ানাগিনী, মোহমণি শিরে ধরে—। বিশাল ফণা বিস্তারিয়ে, হাড় ঠুকিয়ে ছোবল মারে—। শিরায় রক্ত টেনে তোলে, তার মাঝারে গরল ঢালে—)।

কাওয়ালী। ৭

ধীরে ধীরে আগুসারী সন্ধ্যা শ্যামাঙ্গিনী।
ক্রমে নীরবতা অঙ্কে ঘুমা'লো অবনী॥
বিশ্বরূপ ডাকে যেন নিমাই নিমাই।
সন্ন্যাসেতে আয় না যাই মিলিয়া দু'ভাই॥

(আর কেন মন কিসের তরে, মিছে আমার আমার করে মরো ঘুরে—। মন তোমার এই কাল আগত, কালাগত—)।

শচীর দুলাল আজ নিদ্রা নাহি যায়।
দক্ষিণ নাসাতে বায়ু শ্বাস বাহিরায়॥

যৎতৎক্ষণাৎ শয্যা হতে উঠে বসলেন এবং প্রথমে হারটীকে কণ্ঠ হতে উন্মোচন করে বলছেন—

(হার কেন মন হরণ কর, আমার হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ায় ধর—। কেয়ুর কেন কর ঝলমল, তোমাতে নাই সুখ নিরমল—)।

বিষ্ণুপ্রিয়া শয়নকালে মস্তকের কাঞ্চিদাম এবং বেসর-শৃঙ্খল মহাপ্রভুর শ্রীপদে সংযোজিত করে নিদ্রা যেতেন। তিনি সেই বেসরকে লক্ষ্য করে বলছেন—

(বেসর আমায় আর বেন্ধো না, অসার সংসার বন্ধনে—। শুন বলি কাঞ্চিদাম, রাখতে নারি তোমার মান—)।

এই ভাবে অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করে মাত্র পরিধেয় বসনখানি সম্বল রেখে গাত্রোত্থান করলেন। পরে নিদ্রাতুরা বিষ্ণুপ্রিয়াকে অনিমেষ নেত্রে দর্শন করছেন আর শেষ বিদায় প্রার্থনা করছেন—

(প্রিয়ে আমি যাই, আর দেখাতো হবে নাগো—; এই দেখাতো শেষ দেখাগো—; জন্মের মত বিদায় দাওগো—; আরতো আমার সময় নাই গো—)।

এইরূপ ভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট হতে বিদায় নিয়ে মনে করছেন—যাকেতো জীবন্তেই দগ্ধ করতে বসেছি, তবে প্রদক্ষিণটা আর বাকি রাখি কেন? তাই মাতৃমন্দির প্রদক্ষিণ করতঃ গমনের পথে বলছেন—

(আমার লাগি কেউ কেঁদো না, কান্দতে হয় কেঁদো শ্রীগোবিন্দ বলে—। আমার লাগি কেউ ভেবো না, ভাবতে হয় ভেবো শ্রীগোবিন্দের ভাবনা—; নিমাই বলে আর ডেকো না, ডাকতে হয় ডেকো শ্রীগোবিন্দ বলে—। নিমাই তুমি আর পাবে না, পাওয়ার হয়তো শ্রীগোবিন্দে পাবে—।

নিমায়ের গৃহত্যাগ প্রকৃতিদেবী ভিন্ন অন্য কেউ দেখে নাই। তাই তিনি বলছেন—

একতালা, ভৈরবী মিশ্র। ৮

আর কত ঘুমে ঘুমাবি মা চেয়ে দেখলি না।
সর্ব্বস্ব ধন প্রাণের পাখী জন্মের মত দিয়ে ফাকি,
উড়ে যায় ঐ একাএকি আরতো পাবি না॥
এ ঘুমতো নয় সে ঘুম তোর ভাঙবে যখন এ ঘুম ঘোর,
দেখবি তখন জীবনের ভোর আরতো আসবে না।
পাগলি মায়ের পাগল ছেলে ধেয়ে চলে জোয়ার জলে,
সময় থাকতে বান্ধ না দিলে ফলতো হবে না॥

(ফল হবে না, সময় থাকতে বান্ধ্ না দিলে—। ভাসিয়ে নেবে, নয়ন জলে হৃদয়ক্ষেত্র—)।

অতঃপর বিষ্ণুপ্রিয়া পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনকালে পৃষ্ঠদেশে কেয়ুর সংলগ্ন হওয়ায় জেগে দেখেন—গৃহে আলো নাই। ইতস্ততঃ অবস্থায় হস্ত সঞ্চালন করে বুঝ্লেন—প্রভু কাছে নাই। তখন—

ঝিঁঝিট। ৯

উঠিলেন শীঘ্রগতি ত্বরিতে জালিয়ে বাতি,
কান্দিয়া কহেন ঠাকুরাণী মাইগো।
বিধি বুঝি বিড়ম্বন—
কি হ'ল কি হ'ল মাই প্রভু মোর কাছে নাই,
আসিয়া দেখহ ঠাকুরাণী মাইগো॥
সবই আছে সেই নাইগো—

(পড়ে আছে, যাহা কিছু অলঙ্কার—। আসিয়া দেখগো, এমন কভু দেখ নাই—)।

শুনিয়ে বধূর কথা আসিলেন শচীমাতা,
দেখিলেন নিমাই ঘরে নাই হায়রে।
হায় কি করিলে বিধি এই কি তোমার বিধি,
হায় কি হইল বধূ মাই হায়রে॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে কভুবা বাহিরে এসে,
চারিদিকে ইতিউতি চায় হায়রে।
করাঘাত করি ভালে নিমাই নিমাই বলে,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে পুনরায় হায়রে॥

(বুঝিতে না পারে, কি করিতে কি যে করে—। কে বলিয়ে দেবে, কি করিলে কি যে হবে—। নিমায়ে কি পাবে, পাগলিনী তাই ভাবে—)।

পবনের প্রায় ধায় বসন না রহে গায়,
পাছে পুনঃ ফিরে ফিরে চায় হায়রে।
কভু বা ফিরিয়ে আসে নয়নের জলে ভাসে,
নিমা'য়ের সাড়া নাহি পায় হায়রে॥

বিষ্ণুপ্রিয়া কি আর করবেন! মহাপ্রভুর অলঙ্কার লক্ষ্য ক'রে কান্দ্‌ছেন (কেয়ুর কেন বাজ্‌লি নারে, বিষ্ণুপ্রিয়া জাগো জাগো বলে—। হার কেন তুই হারাইলি, তুইতো প্রভুর গলে ছিলি—। বেসর কেন বিপদে পড়ে, প্রভুর সেই শ্রীপদ ছেড়ে—)।

এদিকে শচীমাই লজ্জা ভয় সঙ্কোচ উপেক্ষা করে বাটীর সীমান্তে যেয়ে "নিমাই নিমাই" বলে চিৎকার করছেন। বিস্তৃত ময়দানের মধ্যবর্ত্তী গঙ্গার অপর পার হতে নিমাই শব্দের প্রতিধ্বনি আস্‌ছে "মাই।" শচীমাতা মনে কর্‌লেন—ঐ যে নিমাই আমার ডাক শুনেছে। আবার ডাক্‌লেন "নিমাই।" এবার প্রতিধ্বনিতে বুঝ্‌লেন—"নাই।" তবে কি নিমাই আমার নাই? নিমাই নিমাই, সত্যিই কি তুই আমার নাই? তখন সমস্ত আশা ভরসা জলাঞ্জলী দিয়ে পুনরায় কান্দ্‌ছেন—

গড়খেম্‌টা। ১০

কে কোথায় নদেবাসী দেখ্‌রে একবার আসি,
বুঝি আমার প্রাণ-শশী যায় অস্তাচলে।
হরি বলে কে গাহিবে বাহু তুলে কে নাচিবে,
নয়ন জলে কে ভাসিবে জয়রাধে বলে॥

বল বল বৃক্ষ লতা তোমরাতো আছিলে হেথা,
প্রাণ-পাখী গেল কোথা কারে নিয়ে সাথে।
বায়ু বরুণ গ্রহ তারা পশু পাখী আছো যা'রা,
দেখেছো কি নয়ন-তারা যেতে এই পথে॥

(দাওনা বলে, কোন্ পথে গেলে নয়নমণি মেলে—। আর কেহ নাই, পথের কথা বলে দিতে—; এই অসময়ে তোমরা বৈতো—)।

গৃহে প্রত্যাগমন করে নিষ্ক্রিয় জড়ের ন্যায় অবস্থান কর্‌ছেন? প্রভাত হতে না হতেই অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস ক্রমে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নগরের অগণন নরনারী আগমন কর্‌লেন। এক একজন এক এক প্রকার প্রবোধ দিচ্ছেন। তার মধ্যে সেই তান্ত্রিক তপস্বী খাড়ার ঘায়ে পায়ের কাঁটা তুল্‌তে লাগ্‌লেন।

কাম্বারী খেম্‌টা। ১১

ও তুই ভাব্‌ছিস্ কি আর বসে।
যাঁর ভাবনা সেই ভাবুক তোর ভাবনা কিসে॥
ভাগ্যফল কর্ম্ম করে কর্ম্মফল ভাগ্য ধরে,
এই বুঝে যে চল্‌তে পারে সে হয় না হারা দিশে।
ভা'র যায়রে এ দিন আসে সুদিন একদিন হেসে হেসে॥
তারকের এই কথা শুনে হাক্ ছাড়িয়ে দম কেটেনে,
মিছামিছি কাজ কিরে তোর নয়ন-জলে ভেসে।
নইলে আপন দোষে মর্‌বি প্রাণে কুল পাবি না শেষে।

শচীমাই বল্‌লেন—না, মর্‌বো না। কার জন্য মর্‌বো? পরের জন্য মরে লাভ কি? তপস্বী পুনরায় গাহিলেন—

পটতাল। ১২

সবই হয় পররে সবই হয় পর।
আপন হাতে বেন্ধে ঘর—
তা'তেই বসত কররে তা'তেই বসত কর॥
আয় আশা ভালবাসা বিষয় বিষের নেশা,
আমার আমার আমার করা এই যে তোদের পেশা ;
শাখীর সাথে পাখীর বাসা—
ধূলাখেলার ঘররে ধূলাখেলার ঘর।
হাসি আর কান্না এই দু'টী চাকা করে,
তা'র সাথে কর্ম্মপাশে জীব বলদটী জুড়ে ;
জগৎ গাড়ী চালায় ধীরে—
ওসে আজগবী ছুতার ওসে আজগবী ছুতার॥

শচীদেবী কিছু সময় নীরব থেকে পুনরায় নয়ন-জলে বুক ভাসাতে লাগলেন এবং বল্লেন—

{ গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কিবা মন্ত্র দিল।
সেই হ'তে নিমাই মোর কেমন হইল॥ }

সেদিন আবার ভারতী গোঁসাই এসে—

(অতিথির ভানে, কি জানি কি করে গেল—। ভগবান জানে। আমিতো তা জানি না, যাঁর খেলা সেই জানে—)।

তখন নিত্যানন্দ বল্ছেন—কেন মা! তুমিতো কৌশল্যা, দেবকী, যশোদারই জাতি। তাঁরা পেরেছিলেন, তুমি পার্বে না? মনে কর— নিমাইকে আমার হাতেই অর্পণ করেছ। আমি তোমার নিমাইকে এনে দেবো। মাতা অঞ্চল সাহায্যে অশ্রু অপনোদন করে বল্লেন—

নিতাই তাই কর্। আমায় এক মুহূর্ত্তের জন্য এনে একটু দেখা। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য নিতাই, সন্ন্যাসগ্রহণের পর মহাপ্রভুকে কৌশলে শান্তিপুর অদ্বৈতালয়ে আনয়ণ করেন। মহাপ্রভু এই স্থান হতে মাতৃ আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করে নীলাচল যাত্রা করেন। যাহোক্ নগরবাসিগণ নিমা'য়ের অনুসন্ধানে তৎপর হলেন। শচীমাই মনে কর্‌লেন—এতদিন দর্প করে আস্‌ছি নিমাই,

(আমার তনয়, আমার আমার আমার নিমাই—। [এখন দেখছি নিমাই শুধু] আমারতো নয়, বিশ্ববাসী সবারই হয়—)।

[অশ্রু প্রবাহ]

বাটীর অনতিদূরেই খেওয়াঘাট। সেই ঘাট পার হয়ে পরবর্ত্তী গ্রাম অতিক্রম কর্‌লেন। এই ঘাট এবং গ্রাম অধুনা নিদয়া নামেই পরিচিত। বোধ হয় গৃহত্যাগীর গমনে বাধা না দিয়া নির্দ্দোয়োচিত ব্যবহার করেছে বলেই নিদয়া নামে অভিহিত হয়েছে। এই সুবিস্তৃতা স্রোতস্বিনী গঙ্গাপারের বৃত্তান্ত অন্যেতো দূরের কথা, পাট্‌নীও জানে না। যাহোক্— অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই পুনরায় মহাপ্রভু জাহ্নবীকূলে উপনীত হয়েছেন। পূর্ব্বা-ভাগে রক্তরাগে সূর্য্যদেবও উদিত হচ্ছেন। দূর হতে অনেক কৃষক মনে করছে—স্বর্ণের স্তূপ চলে যাচ্ছে। লোভ সংবরণ কর্‌তে না পেরে ছুটেছে। কিয়দ্দূর এসে বুঝ্‌লো—তাতো নয়? তখন ভাব্‌ছে—

ত্রিতালী, ভাটিয়ারী। ১৩

বিধি কি মানুষ গঠেছে।

মাটীর মানুষ পাথরের মানুষ রঙের মানুষরে—
এই যে মানুষ কত মানুষ এই ভবের পারে;
আগুন দিয়ে তৈরী মানুষ [ও ভাই] কেউ কি দেখেছে।

কুন্দে কাটা ছাঁচে ঢালা তুণে তোলা নয়রে—
নিরিবিলি বসে বিধাতা করেছে কল করে ;
কারুকরের ওস্তাদ্‌গিরি (ও ভাই) খুব ফলা'য়েছে।

কলে যদি হয়ে থাকে তা হলে কি মাত্র একটাই হয়েছে ? তা'তো নয়। তবে ঘুণাক্ষরবৎ, তাও সম্ভব নয়। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—সাধারণ পঞ্চভূতাত্মক দেহ যখন নয়, তখন তাঁর ইচ্ছা তিনিই জানেন। অতএব—

তারক বলে কিসের মানুষ কে চিনিবে কি করে—
এই মানুষের সেই মানুষ কি চিন্‌তে জুয়ায়রে ;
হুস্ ছেড়ে যে হয় না বেহুস্ [ও ভাই] সেইতো চিনেছে॥

অরুণ বরণ কিরণ মাঝে মহাপ্রভুর অরা অর্থাৎ অগ্নিসদৃশ স্বীয় কান্তি-ছটা চতুর্দ্দিকে ছড়া'য়ে পড়েছে, সুচিকণ কৃষ্ণ চাঁচর কেশরাশি অগ্নিশিখার ন্যায় শোভা পাচ্ছে। রাখালদের মধ্যে একজন অন্যজনকে বল্‌ছে—

(কোন্ কামারের গড়নরে ভাই, এদেশেতো এমন কেউ নাই—)।
সে উত্তর দিল—ও কি কর্ম্মকারের সম্পত্তি ? হয়ত কোন্ বড়-লোকের ফর্‌মাস। পদকর্ত্তা বল্‌ছেন—

(বড়লোকের ধার ধারে না, বড়'র মত বড় না হলে—। কামারতো ওর লাগে নারে, কামসাগরে ডুবে আছে—)।

কাওয়ালী। – ১৪

ভাবেতে বিভোরা গোরা ধায় নিজ মনে।
ভানু বিভাসিত তনু অরুণ কিরণে॥
চম্পক নগরে গিয়া জাহ্নবীর কূলে।
বসে এক বট বৃক্ষের ছায়া সুশীতলে॥

যমুনা বিভ্রম হয় গঙ্গা দরশনে।
নীলাকাশে চেয়ে পুনঃ ভাবে মনে মনে॥

(আমার মরণ ভাল, কৃষ্ণ সাক্ষাৎ যদি না হল—)। আকাশের গায়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা নীল মেঘগুলি দেখে আবার মনে কর্‌ছেন—

গড়খেমটা। ১৫

পরি নীলশাড়ী যায় সারি সারি, গোপের ঝিয়ারী সব।
জাহ্নবীর জলে হিয়া তিয়াগিলে আর কি নয়ন পাব॥

(আমার মরা হল না, মরে গেলে আর আখি পাবো না—।
ঐ যমুনার কালজলে, কালারই রূপ জলে—। উল্লাসে কলসী দোলে, ঢুল্‌ ঢুল্‌ ঢুল্‌ দোলেরে ঐ—। নাচে তালে তালে তালে, তাল তমালের কালছায়া—)।

মেয়েরা গঙ্গার ঘাটে যাতায়াত কর্‌ছেন এবং এক একজন এক এক প্রকার আলোচনা করছেন। একজন বল্লেন—দিদিগো,

নয়নের কোণে বারেক হেরিনু, নখরে মণির সারি।
সব আখি দিয়া নারিনু হেরিতে খঞ্জন গঞ্জনে মরি॥

অন্য একজন বলছেন—

কামের কামান হানিল বুকে, হিয়া হল জর জর।
কি কহিব সই মরমের কথা অঙ্গ কাঁপে থর থর॥

(আমার বুক ভাঙ্গিল, কামের কামান মেরে—। নিঠুর নাটুয়া বড়, কামান মেরে নারী বধে—)। তাতে আর একজন বল্‌ছেন—

নিঠুর নাটুয়া কভু না কহিও, বিধাতা করেছে ছল।
এক আখি কেন গঠেছে বিধাতা লাখ আখি নাহি দিল॥

অপর একজন বল্‌ছেন—

কনক কিম্বা হরিদ্রা বরণ, তামেরে বা হরিতাল।
কিরূপ করেছে বুঝিতে নারিনু ঘোমটা হইল কাল ॥

(আমার কাল হইল, ঘোমটা—, রূপমাধুরী হের্‌বার কালে— ॥ তখন ঘোমটার তলে খেমটা নাচে, রূপ দোকানীর দোকান দেগে—)। পদকর্ত্তা বলছেন—(প্রাণের মাঝে নাচ নারে, নইলে মিছে নেচে,কাজ কি হবে— । দোকান পেতে বসে আছে, ভবের হাটে রূপদোকানী চাঁদের—)। কেহ বল্‌লেন—(চাঁদের ফাঁদ পেতেছে, নারী পাখী ধর্‌বে বলে—)।

অন্য একজন বল্‌লেন—আমার মনে হয়, ও দোকানী নয়; ব্যাধের ছেলে। কেননা—আমায়,

(বাণ মেরেছে, রামধনুকে কামবাণ জুড়ে—)। কেহবা বল্‌লেন—(ব্যাধের ছেলে নয়গো, জেলের ছেলে হয়গো— । জাল পেতে বসেছে, চাঁচর চুলে জাল করে—)। কেহ বল্‌ছেন—

এ যৌবন মীন সে রূপ-সাগরে দরশে শীতল ভেল ।
পরশে না জানি আরও কত সুধা কৈছন করম হাল ॥
রতির বিহনে পীরিতি বাঁধন বিফল রস-বিলাস ।
দরশে পরশে কিবা আসে যায় ভনয়ে তারকদাস ॥

আবার এও বল্‌ছেন—(সেওতো এক সাধন বলে, দরশ পরশ যাহা মিলে— । কভু মিলে না, সাধুর সঙ্গতো সাধন বিনে—)।

এইবার একজন তাঁর প্রকৃত হৃদয়ের কথা ব্যক্ত কর্‌ছেন—

(সুরাম্বরে) ১৬

এ হৃদয় কাননে, গৌররূপ বাঘ ঢুকেছে— ।
মন হরিণীর ঘাড় ভেঙ্গেছে ধৈর্য্য দুয়ার ভেঙ্গে ॥

লজ্জা ঘৃণা ভয়ে, শমদম তিতিক্ষাদি—।
মানে মানে মান দিয়েছি মানের মাথা খেয়ে ॥

পদকর্ত্তা বলছেন—

ও নবীন নাটুয়া—নব রসের রসিক তুমি।
যা কর তা কর তুমি আমাদের হৈয়া ॥

মেয়েরা মনে করছে—অতো লোকের ভিড় ওখানে, বোধ হয় ওটা পারঘাটা হবে। হয়তো নূতন পাট্‌নী. দেয়া পাওনা চুকোচ্ছে। পদকর্ত্তাও তাই বলছেন—

চৌতাল। ১৭

নূতন পাটনী বটে বসেছেন পারের ঘাটে,
পার করিতে কলির জীবগণে।
(লাগে না লাগে না পারের কড়ি, ভবনদী দিতে পাড়ি লাগে না।)
সাজা'য়ে নামের তরি আপনি সেজেছেন কাণ্ডারী,
অনুরাগের বাদাম দিয়ে টেনে ॥

(ডুবে না ডুবে না নামের তরি, বোঝাই যত হোক্ না ভারি ডুবে না)।

(সাজায়ে নামের তরি, নিজে সেজেছেন কাণ্ডারী—। আপনি মাঝি গৌরহরি. নিতা'য়ে করেছেন দাড়ী—। গোরা আমার দয়াল ভারি, পার করিতে নেয় না কড়ি—। আরও বেঁচে বেঁচে পার করে, জাতির বিচার করে নারে—। আরতো জীবের ভয় নাইরে, যেতে এবার ভবপারে—। আয় না সবে বাহু তুলে, বোল হরিবোল হরি বলে—)।

মহাপ্রভু বিশ্রামান্তে কণ্টক নগরাভিমুখে গমন করছেন। রাস্তায় যারই দৃষ্টিপথে পতিত হচ্ছেন—সেইই শ্রীপদের অনুগামী না হয়ে স্থির

থাকৃতে পাচ্ছে না। পথে পথে ছেলেপেলেরা সমবেত কণ্ঠে বলছে—[ভাইরে, ভাইরে] (দেখ্‌বি যদি আয় নারে ভাই, এমন মানুষ কভু দেখিস্‌ নাই—। দেখিস্‌ নাইরে দেখ্‌বি নারে, রূপের ছটায় আলো করে—। শুনিস্‌ নাইরে শুন্‌বি নারে, হয় নাই আর হবে নারে—)। একটী বালক বলে উঠ্‌লো—(সিষ্টিছাড়া রং রেখেছে, সং সেজে ভাই ঢং ধরেছে—)। অন্য একজন বল্‌লো—(রং মাখা নয় রঙে ধরা, ও একদেশী মানুষের ধারা—)। পদকর্ত্তা বল্‌ছেন—(তাইতোরে ভাই ঠিক্‌ ধরেছো, এ মানুষের মানুষ নয়রে ও—। পাপ অন্ধকার ঘুচাইতে, এসেছেরে গোলক হতে—। তাইতে অতো রূপের ছটা, নশ্বর দেহের অধর ঘটা—)।

{ মনে মনে হাসেন প্রভু চলেন ধীরি ধীরি
কভু বা কটাক্ষপাতে করেন পাছে ফিরি }

এইভাবে বহুজন সমভিব্যাহারে—

ভাস পাহাড়িয়া।

হরষিত চিত্ত লৈয়া কণ্টক নগরে গিয়া,
উজলিলা ভারতী ভবনগো।
নগরের বাল বৃদ্ধ যুবক যুবতী যত,
উপনীত হ'লেন অগণনগো॥

মহাপ্রভু কেশব ভারতীকে বল্‌লেন— আপনি আমায় সন্ন্যাস-মন্ত্র দান করুন। ভারতী মহাশয় নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়ায়ে থাকলেন। কি বলবেন—কিছুই স্থির কর্ত্তে পাচ্ছেন না।

(এক রমণী বিরহিণী, বিনাইয়া বলে বাণী,—। নবীন নাগর বরে দেহ মন দেই অকাতরে—)।

ইচ্ছা হয় মনপ্রাণ করি এবে বিসর্জ্জন,
ওগো দিদি রসের সাগরেগো।
ইহার রমণী যেহ কেমনে ধরেছে দেহ,
তেয়াগিয়া নাট-নটবরেগো॥

অন্য একটী মেয়ে বল্‌লেন—

(ওতো নয় সে রসের-ভরা, ভিতরে ওর গরল পোরা—। নইলে কি হয় গৃহ ছাড়া, নারীর প্রাণে দিয়ে পাড়া—)। অপর একজন বল্লেন—(ওর নাই ঘরণী, জনক জননী কিম্বা—। ওর বল্‌তে বুঝি কেহ নাই, মনোদুঃখে গৃহত্যাগী তাই—)।

আর একজন বল্‌লেন—এঁর নিজের কেউ না থাক্‌তে পারে কিন্তু—

যে দেশেতে ছিল এহ সে দেশে কি নাহি কেহ,
যদি কেহ পুরুষ নারী থাকেগো।
এ হেন রসিক রায়ে জন্মের মত বিদায় দিয়ে,
দেহে প্রাণ কেমনে সে রাখেগো॥

(সে দেশে কি মানুষ নাইরে, মানুষ কি ভাই পাষাণময়রে—)। অন্য কেহ বল্লেন্—(পাষাণ হয়েও যায়নি গলে, জল হয়েও কি আস্‌তে নারে—)।

জনৈকা অনাথা অবান্ধবা একমাত্র পুত্রের জননী শোকোচ্ছ্বসিত হৃদয়ের মন্থন বেগ ধারণ কর্‌তে না পেরে বল্‌ছেন—

জনম দুখিনী আমি পুত্রহারা কাঙ্গালিনী,
মা বোল বলে ডাক্‌বার কেহ নাইরে।
ওরে আমার কাঙ্গাল ছেলে ডাক্‌রে একবার মা বোল বলে,
তাপিত হিয়া শীতলিয়া লইরে॥

(তাপিত হিয়া শীতল করি, আয়রে তোরে বুকে করি--। একবার আমায় মা বলে ডাক্, পুত্রশোকানল নিভে যাক্—)।

পুত্রশোকাতুরা বিধবাকে নিমাই পুত্রনির্ব্বিশেষে 'মা' ডেকে বল্‌লেন—এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডই আমার পিতামাতা। তোমাদের ইহ-, পরকালের সুখ-শান্তির সংস্থানে ব্রতী হতে যাচ্ছি। তুমি 'মা' হয়ে পুত্রের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আশীর্ব্বাদ দাও এবং ভগবানের নিকটও প্রার্থনা কর।

এই বলে ভারতীকে বল্লেন—আপনিতো আমায় কোনও কথাটী বল্‌ছেন না।

ভারতী বল্‌লেন—কৃষ্ণজগতে পৌছাতে হলে প্রথমে মায়া জগৎকে অতিক্রম করতে হয়। মহাপ্রভু তাকে বল্‌ছেন—

(শুধু মায়া নয়, মোহ সদা রয়—, মায়া সনে— ।)

{ মোহমণি শিরে ধরা সে মায়া নাগিনী
মম ভাগ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া মাই শচীরাণী } । আমি,

(ছেড়ে এসেছি, মায়া মোহ দুইই আমি—। নাইকো সে ভয় তাই এসেছি কাটোয়ায়— ; নদে ছেড়ে এই কাটোয়া—)।

ভারতী এবার বল্‌লেন—তা হতে পারে কিন্তু ৫০ বৎসরের পূর্ব্বে সন্ন্যাস বা বানপ্রস্থ অবলম্বন করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ। নিমাই বল্‌লেন—না হবার হলে ;

(পঞ্চাশেও হয় না, পঞ্চ আশে মন মজিলে—, পঞ্চ মকার না ছাড়িলে—। ষাইটেও হয় না, ছয়ে শূন্য না দিলেতো— ; ষড়্‌রিপু বশ না হলে— । সত্তরেও হয় না, সত্ত্বরে সাত্ত্বিক না হলে— ; সে ভাবের সাধনা বিনে— । আশিতেও হয় না, অষ্টসিদ্ধির আশা বিনে— । [গুরুর কাছে] আসিতেও হয় না, আসি বলে কাল কাটালে— । নব্বইতেও হয় না, নব-বিধা ভক্তি বিনে— । আবার শতেও হয় না, সতের সঙ্গ না করিলে—)।

অতএব না হবার হলে সমগ্র জীবনেও হয় না। তাই বল্‌ছি — সেদিন আপনি যা আমায় বলে এসেছেন, আজ তাই করুন্। ভারতী কি আর কর্‌বেন, মধু নাপিতকে ডেকে তা'কে বল্লেন—মধু. এই যুবকের মস্তক মুণ্ডিত কর, নখাদি কর্ত্তন কর। তখন মধু যুবকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে মনে মনে ভাব্‌ছে—

[হরিহে হরিহে,আজ আমারে কি দায় ঠেকালে? তুমিতো বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন। ওহে নারায়ণ—আমি],

(কোন্ পরাণে কেমন করে, ক্ষুর দেবো ঐ চাঁচর চুলে—)। ভারতী বল্লেন—মধু, "শুভস্য শীঘ্রং গতি।" মধু বল্‌ছে—

(মনে নাহি বলেরে, ক্ষুর দিতে ঐ চাঁচর চুলে—। কি জানি কি করিরে, ননীর পুতুল অঙ্গে—)।

ভারতী ভরসা দিয়ে বল্লেন—না মধু, তোমার কোনও ভয় নাই। নিঃসন্দেহে ক্ষৌরকার্য্য কর। মধু যেন দস্যুহস্তে পতিত। বাধ্য হয়েই প্রভুর মস্তকে ক্ষুর রক্ষা কর্‌লো কিন্তু—

(হাত নাহি চলেরে, চাঁচর চুলে ক্ষুর দিতে—)।

প্রভুর মস্তকের পদ্মগন্ধে মধুর প্রাণ প্রফুল্লিত হয়ে উঠ্‌ছে যেমন অম্‌নি চিন্তায়ও মন অবসন্ন হয়ে পড়্‌ছে। তাই মধু স্বগত বল্‌লো—

(কি জানি কি হয়রে, একে আমি মহাপাপী তাতে—)।

মধুর অগত্যা মহাপ্রভুকে প্রকাশ্যেই বল্‌তে হ'ল—

(আমিতো তোমায় চিন্‌তে নারি, কি করিতে কি না করি—)।

অতএব আমায় ক্ষমা করুন্। যেহেতু—

(সে হাত বল কার পায়ে দেবো, যে হাত তোমার মাথায় দেবো—)।

মহাপ্রভু বল্‌লেন—

(দিতে হবে না, কারু পায়ে হাত তোমার আর—। ধন্য হবে, দেব দ্বিজের সেবার হস্ত—। বড় ভাগ্যবান, পুণ্যবান তুমি অতি—)।

পদকর্ত্তা বল্‌ছেন—শুধু পুণ্যবান নন্‌, মহাপুণ্যবান। নইলে—(কভু মিলে না, অযাচিত কৃপা তোমার—। যাঁর ভাগ্য হয় সুপ্রসন্ন, তাঁরে তুমি কর ধন্য—। আমার ভাগ্য কবে হবে, এই ভাবে কি জনম যাবে—)।

মধু সর্ব্বপ্রথমে মস্তক মুণ্ডন কর্‌লেন। পরে নখ-ছেদনকালে দেখ্‌ছেন—"ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাঙ্কিত শ্রীপাদপঙ্কজ।" তখন্‌—

[নয়ন-জলে ভেসে ভেসে ভাবেন মধু; মনরে! আর কেন তুমি কি ধন চাও? সর্ব্ব-ধনের শ্রেষ্ঠধন আজ প্রাণের মাঝে লুকাও]

মহাপ্রভু মধুর নয়নধারা দর্শন করে বল্‌ছেন—মধু, তুমি কান্দ কেন? কি চাও মধু? মধুর দিব্যজ্ঞান উপস্থিত। তিনি ভাব্‌লেন—আমি না চাহিতেই যে পদে—

(ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষানাং, সে পদ আজ লাভ করিলাম—)। তাই বল্‌লেন—ঠাকুর, আমার যা পাওয়া উচিত তা পেয়েছি। অতএব আমি,

(আর কিছু চাই না, তব রাঙ্গা চরণ বিনে—। চাহিলেও দিও না, তোমার ঐ চরণ বিনে—)।

একদিন ধ্রুবেরও এই অবস্থা ঘটেছিল। তিনি বলেছিলেন—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্‌ দেব মুনীন্দ্র গুহ্যম্‌।
কাচং বিচিন্বনিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্‌ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে।।

তবে ভাব্‌ছি মুক্তি কামনায় পিতামাতা ভগবানের কাছে সন্তান প্রার্থনা করেন। আমার ন্যায় পুত্র পিতামাতার মল-মূত্র স্বরূপ। কেন না আমি তাঁদের মুক্তির উপায় কর্ত্তে পারি নাই। সুতরাং—

(কি হবে উপায়, পিতা পিতামহের বল—)।

মহাপ্রভু বল্‌লেন—গয়াধামে তাঁদের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান কর। মধু বল্‌লেন—সেতো বহুব্যয় সাপেক্ষ; আমার দ্বারা সে কার্য্য অসম্ভব। মহাপ্রভু এবার দয়াপরবশ হয়ে বল্‌ছেন—

ঠুংরী। ১৯

শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম কর গয়াধাম।
তণ্ডুল করিয়া লহ দেহ উপাদান॥

(দেহ পিণ্ড দাওহে, কৃষ্ণপদ গয়াসুরে—) মধু বল্‌লেন—শুধু তণ্ডুলেতো পিণ্ড হয় না। তাতে তিল, ঘৃত, রম্ভা এসবতো চাই। মহাপ্রভু বল্‌লেন—

শমদম তিতিক্ষাদি তিলকুল দিয়া।
আসক্তির ঘৃত তাহে দাও মিলাইয়া॥

(অনুরাগ রম্ভা, তণ্ডুল তিল ঘৃতে দাও—)।

মধু পুনর্ব্বার বল্‌লেন—দর্ভ, অর্ঘ্য, তুলসী এসব কোথায় পাবো? মহাপ্রভু উত্তর দিলেন—

বিশ্বাস কাশেতে রাখ ভক্তিদূর্ব্বাদলে।
প্রেমের তুলসী দাও তাহার উপরে॥

মধু এবার বল্‌লেন—আমিতো মন্ত্র জানি না। মহাপ্রভু বল্‌লেন—অভিলষিত বিষয়ের প্রার্থনাই তোমার মন্ত্র। অতএব

(মন পুরোহিতে বরণ কর, জ্ঞান প্রদীপের আলোয় বসে—। তাতেই তাঁদের হবে মুক্তি, অন্তে নাহি দিও মতি—। আরতো জীবের নাইরে গতি, তাইতে তিনি অগতির গতি—)।

এইভাবে মধুর ব্যবস্থাটী করে শুদ্ধ শান্ত এবং সমাহিত চিত্তে অবস্থান কর্‌ছেন। এমন সময় বহির্ব্বাসাদি উপকরণ সহ ভারতী গোঁসাই এসে বল্‌ছেন—

(ভাবান্তর) ক।

আয়রে নিমাইচাঁদ আয় শুভক্ষণে।
সুসজ্জিত করি তোরে নানা আভরণে॥

(সাজাইব মনোখেদে, জয়রাধে শ্রীরাধে বলে—। সেইতো এক দিন মনোসাধে, সাজিয়েছিল মা যশোদে—। আজ সে মা তোর থেকেও নাই, হতভাগ্য আমি আছি তাই—)।

শ্রীগোপাল গোপাল পালনের জন্য রাখাল সাজে গোষ্ঠে গমন কর্‌তেন। আর নিমাই আজ হ'তে জীব রক্ষা ও উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস-বেশে দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ কর্‌বেন। তাতে আবার আনন্দেরও অবধি নাই। তাই বল্‌ছেন—

(আহ্লাদের আর সীমা নাইরে, তাই সাজাই আজ নিমাই তোরে—। আয় যশোদার নয়নমণি, আমি মা তোর শচীরাণী—)।

নিমাই তখন— শ্রীপদে পাদুকা দিল বহির্ব্বেশ পরি।
দাঁড়া'ল নিস্পন্দ-পদে যেন হেমগিরি॥
তিলক চন্দন সবে গৌরাঙ্গের অঙ্গে।
সুবাসিত ফুলমালা দেয় নানা রঙ্গে॥

(ধরাতেতো ধরে না, গৌরাঙ্গের রূপরাশি—। যেন শত রবি শশি, সমবেত উদয় আসি—)।

যজ্ঞসূত্র বিনিময়ে ঝুলি নিয়ে কাঁধে।
দণ্ড কৌমণ্ডল করে বলে জয়রাধে॥

(দেবগণ দেখে, স্বর্গপথে দাড়াইয়ে—; অনিমিষে চেয়ে আখি—)।

দক্ষিনে ভারতী গোঁসাই ভাবে নিজে ধন্য।
মন্ত্র দিয়ে নাম রাখে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য॥
স্বর্গ হ'তে সুরগণ সুধাবৃষ্টি কৈল।
নদিয়া ছাড়িয়া নিমাই সন্ন্যাসী হইল॥

(হরেকৃষ্ণ বলে, নিমা'য়ে বেড়িয়া সবে—; প্রেমানন্দে বাহুতুলে—; হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ—) ইত্যাদি।

দশপরিকর।

গৌড়েশ্বর গণপতির মন্ত্রী নরসিংহ ওঝার পুত্র লাউড়িয়াধিপতি দিব্যসিংহের দ্বারপণ্ডিত কুবের তর্কপঞ্চানন। তৎপুত্র কমলাক্ষ, ইনি স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব। ইঁহার মাতা লাভাদেবী। জন্ম নবগ্রামে, ১৩৫৬ অদ্বৈত শকাব্দে মাঘী শুক্ল সপ্তমীতে। পত্নী নারায়ণপুরের নৃসিংহ ভাদুড়ীর পালিতা কন্যা সীতাদেবী। সীতা অযোনী-সম্ভবা পদ্মজা, ব্রজমণ্ডলে যোগমায়া বা পৌর্ণমাসী। দীক্ষাগুরু মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ী মাধবেন্দ্র পুরী। দীক্ষাকালীন নাম "অদ্বৈত।" অন্তর্ধান ১৪৭২ শঃ শান্তিপুরাশ্রমে।

যশোহর মাগুরা তালখড়ির জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র গোবিন্দ। তৎপুত্র পদ্মনাভ, দীঃ নাঃ পরমানন্দ। ইনিই লোকনাথের পিতা। মাতা সীতাদেবী। জন্ম ১৪০৫ শঃ। দীঃ শিঃ গুরু অদ্বৈতাচার্য্য। অঃ ১৫০৮ শঃ শ্রীগোবিন্দভবনে আষাঢ়ের কৃষ্ণনবমী। ব্রঃ মঞ্জুলালী বা লীলামঞ্জরী। প্রধানা সহচরী লোকনাথ নান্দীমুখী বা প্রেমমঞ্জরী—ভূগর্ভঠাকুর, গদাধরের শিষ্য। উত্তরবঙ্গে গরাণহাটীর রাজা কৃষ্ণানন্দ রায়ের পুত্র (নারায়ণী নন্দন) নরোত্তম লোকনাথকে আত্মসমর্পন করেন। ইনি চম্পকমঞ্জুরী। চক্রবর্ত্তীর বংশধরগণ বর্ত্তমানে ভট্টাচার্য্য উপাধিতে পরিচিত।

নিত্যানন্দের পিতা বীরভূম একচক্রনগরে গৌড়েশ্বরের পূজারী হাড়াই পণ্ডিত, মাতা পদ্মাবতী। জন্ম ১৩৯৫ শঃ মাঘী শুক্লত্রয়োদশী। পত্নী বসুধা ও নিত্যানন্দ জাহ্নবী। দীঃ শিঃ গুঃ মাধবেন্দ্র। অঃ ১৪৬৩ শঃ খড়দহে। ইনি পূর্ব্বে লক্ষ্মণ, পরে বলাই, এবার নিতাই।

হরিদাস শাপভ্রষ্ট ব্রহ্মা। পিতা মনোহর চক্রবর্ত্তী। জন্ম খুলনা বুদ্ধদ্বীপ বা বুঢ়ান কলাগাছিয়া, শঃ ১৩৭২। আশৈশবে ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক হরিদাস অপহৃত ও ১৮ বৎসর যাবৎ প্রতিপালিত বলিয়া 'যবন'। হরিপ্রেমানুরাগী তজ্জন্য হরিদাস—নিত্যানন্দের প্রাণ। অঃ ১৪৪৭ শঃ নীলাচলে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ, ঢাকা দক্ষিণ দত্তরাজের উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র। মাতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবী। মাতার দশম গর্ভে জন্ম ১৪০৭ শঃ ফাল্গুনী পূর্ণিমাযোগে (পুঃ ফঃ নঃ, সিঃ লঃ)। পত্নী বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী ও রাজপণ্ডিত সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। দীঃ গুঃ ঈশ্বরপুরী। অঃ ১৪৫৫ শঃ আষাঢ়ী শুক্লসপ্তমীতে নীলাচলে ৺জগন্নাথ দেহে।

শ্রীরূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব গোপালভট্ট দাসরঘুনাথ।

ইঁহারা যঃ লবঙ্গ, শ্রীরূপ, বিলাস, অনঙ্গ বা গুণ, রতি ও রসমঞ্জরী।

কর্ণাটরাজ শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরুর পুত্র অনিরুদ্ধ। তঃ পুঃ রূপেশ্বর। তঃ পুঃ পদ্মনাভ। তঃ পুঃ কুমার বৈদিক। তঃ পুঃ অমর, সন্তোষ ও বল্লভ। জন্ম যথাক্রমে ১৩৮৬, ১৩৯২ ও ১৩৯৫ শঃ যশোহর ফতেয়াবাদ প্রেমবাগ বা প্রেমভাগ অধুনা পেমভাগ। নবাব হুসেন সাহ প্রদত্ত যাবনিক নাম দবীরখাস বীরখাস ও সাকর মল্লিক। দীঃ গুঃ মহাপ্রভু। দীঃ নাঃ সনাতন, রূপ ও রামাইত মতান্তরে অনুপম। সনাতনের অঃ ১৪৭৬ শঃ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে ৺মদনমোহনের বাটীতে। ইহার ৫ মাস পরেই অগ্রহায়ণের শুক্ল ত্রয়োদশীতে রূপের অন্তর্ধান।

রঘুনাথ ভট্টের পিতা তপন মিশ্র। জন্ম ১৪২৭ শঃ কাশিধামে। দীঃ গুঃ মহাপ্রভু। অঃ ১৪৭৬ শঃ ৺গোবর্দ্ধনজী'র বাটীতে আশ্বিন মাসে শুক্ল-দ্বাদশী তিথিতে।

শ্রীজীবের পিতা বল্লভ। জন্ম ১৪৩৩ শঃ রামকেলিতে পৌষেব শুক্ল-তৃতীয়া। দীঃ গুঃ জ্যেষ্ঠতাত রূপগোস্বামী। অঃ ১৫১৮ শঃ পৌষমাসে শুক্ল-তৃতীয়ায় শ্রীরাধা-দামোদরের প্রতিষ্ঠালয়ে।

কাবেরীদ্বীপে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেলগুঁড়িগ্রামের বেঙ্কট ভট্ট গোপালের পিতা। জন্ম ১৪২২ শঃ। দীঃ গুঃ মহাপ্রভু। অঃ আষাঢ়ী শুক্লপঞ্চমীতে ১৫০৭শঃ শ্রীরাধারমণজীর, বাটীতে। কাটোয়া গঙ্গাতীরে চাকান্দি গ্রামের গঙ্গাধর ভটাচার্য্য বা চৈতন্যদাসের পুত্র শ্রীনিবাস শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে গোপালের কৃপালাভ করেন। ইঁনিই মণিমঞ্জরী।

মুক্ত ত্রিবেণী-তীরে সপ্তগ্রামান্তর্গত কৃষ্ণপুরবাসী কোটীপতি গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ। জন্ম ১৪১৬ শঃ। দীঃ গুঃ কুলগুরু যদুনন্দন তর্ক-চূড়ামণি। অঃ ১৫০৫ শঃ আশ্বিনের শুক্লদ্বাদশীযোগে গিরি-গোবর্দ্ধনের পাদদেশ অরিষ্ট বা অরিট্‌ গ্রামে স্বীয় সাধনালয়ে। মহাপ্রভু ইঁহাকে স্বরূপ দামোদরের হাতে অর্পণ করেন বলিয়া ইনি স্বরূপের রঘুনাথ। উড়িষ্যার ধারেন্দা বাহাদুরপুরের সদ্‌গোপ কৃষ্ণমণ্ডলের (পূর্ব্ব নিবাস বঙ্গে দণ্ডেশ্বর, পত্নী দুরিকা) পুত্র কৃষ্ণদাসকে রাধাকুণ্ডতীরে নবজীবন দান করেন। ইনি কনকমঞ্জরী।